Vol. 39 | No. 2 | 1996

Check for updates

# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

## সতেরো শতকের রোসাঙ্গরাজ্যের  কবি মরদান রচিত নসিবনামা

| | |
|---|---|
| Volume | 39 |
| Issue | 2 |
| Year | 1996 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | Ahmed Sharif |
| Published online | February 1, 1996 |
| DOI | 10.62328/sp.v39i2.8 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v39i2.8 |
| Pages | 147-222 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# সতেরো শতকের রোসাঙ্গরাজ্যের কবি মরদান রচিত নসিবনামা

আহমদ শরীফ

## ভূমিকা

একালের চট্টগ্রাম প্রায় ঐতিহাসিক কাল থেকেই ছিলো বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মঙ্গোল গোত্রীয় আরাকান রাজাদের অধিকারে ও শাসনে। আরাকানের অপর প্রচলিত নাম ছিলো 'রখইঙ্গ' যা সংস্কৃত 'রক্ষতুঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ বলেই অনুমান করা চলে। এ 'রখইঙ্গ' থেকেই 'রোহাঙ' নাম বিকৃত উচ্চারণে চালু হয়। চট্টগ্রাম থেকে আসাম অবধি বিস্তৃত অঞ্চলে 'স' স্থানীয় উপভাষায় সাধারণভাবে 'হ' হয়ে যায়। যেমন সকল > হগল, সঙ্গে > হঙ্গে, সম্বন্ধী > হম্মন্দী, সংবাদ > হংবাদ ইত্যাদি। চট্টগ্রামী বাঙালীরা তাই রোহাঙ-এর 'হা'কে অশুদ্ধ উচ্চারণ মনে করে তাকে 'সা' করে বিশুদ্ধ করেছেন। তাই উপভাষায়-বুলিতে রোহাঙ>রোয়াঙ রূপে আজ অবধি উচ্চারিত ও প্রচলিত থাকলেও লিখিত ভাষায় 'রোসাঙ্গ' রূপে লেখেন এবং মুদ্রিত করেন। চট্টগ্রাম বহির্ভূত অঞ্চলের লোকের এ ধারণা না থাকায় আমাদের সাংবাদিকরা রোহাঙবাসীদের রোসাঙ্গী বা রোহাইঙ্গা কিংবা রোয়াইঙ্গী অথবা রোঞ্জাই নামে চিহ্নিত না করে 'রোহিঙ্গা' বলেই অভিহিত করেন।

আমাদের ধারণা চট্টগ্রাম অবিচ্ছিন্নভাবেই আরাকানের অধিকারে ছিল নয় শতকে কান্তিদেবের চট্টগ্রামের একাংশে কিছুকাল রাজত্ব করা অবধি। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামও সম্ভবত মঙ্গোল অরির [শত্রুর] ক্রীড়াক্ষেত্রে [বিচরণ ক্ষেত্র] হরিখেল [অরিক্রীড়া>হরিখেল] ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কান্তিদেবের মোট তিন খানা তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। প্রথমটি আবিষ্কৃত হয়েছিলো বড় উঠান [বড় উত্থান] গাঁয়ে, যা সম্ভবত ছিলো কান্তিদেবের সমুদ্রমোহনাস্থিত বর্ধমানপুরী নামের রাজধানীতে। বড় উত্থান বড়মা-ধর্মমানপুরীর নামান্তর হতে পারে। অন্য দুটোও কর্ণফুলী নদীমোহনার নিকটস্থ সমুদ্রোপকূলস্থ সলিমপুর গাঁয়ের। আরাকান রাজেরা পূর্ববঙ্গেও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ময়নামতী-বিক্রমপুর অঞ্চলে যেসব চন্দ্রবংশীয় রাজারা নয়-দশ শতকে রাজত্ব করেন, তাঁরা সম্ভবত আরাকানরাজাদেরই প্রশাসক প্রতিশরীর বংশীয়। ইতিহাসের সাক্ষ্যে আমরা এও

জানি মাঝে মধ্যে চট্টগ্রামে নয় শতক থেকে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি সোনারগাঁয়ের, গৌড়ের, ত্রিপুরার সুর বংশের ও মুঘলের এবং সর্বশেষে ব্রিটিশের কবলে পড়েছে। হীনবল রোসাঙ্গ রাজ ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে দোহাজারী অবধি [শঙ্খ (সঙ্গু) নদের তীর অবধি] এবং ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজুদ্দৌলার আমলে টেকনাফ অবধি অঞ্চল হারিয়ে চট্টগ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে যান। চট্টগ্রাম জেলার বৌদ্ধ বড়ুয়া, মুৎসদ্দী, চৌধুরীরা আরাকানী রাজত্বকালে নানা দায়িত্বে ও পেশায় নিয়োজিত আরাকানী মঙ্গোলদেরই স্থায়িনিবাসী বংশধর।

পনেরো শতকে আরাকান রাজ নরমিখলা (১৪০৪-৩৪) বিতাড়িত হয়ে গৌড় সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর [১৩৮৯-১৪১০] আশ্রিত হন। সেই সময় থেকেই আরাকান রাজগণ গৌড়-সুলতানদের ও গৌড় সংস্কৃতির প্রভাবে একটা মুসলিম নামও প্রথাসিদ্ধভাবে গ্রহণ করতেন। আগের ইতিবৃত্তান্ত অজানা থাকলেও সতেরো শতক থেকেই আরাকান রাজের মন্ত্রীসভায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলিমরা ঠাঁই পেতে থাকেন। শ্রীবড় ঠাকুর, মাগন ঠাকুর, সোলায়মান, সৈয়দ মুসা, সৈয়দ মুহম্মদ খান, নবরাজ প্রভৃতি অমাত্যের নাম মেলে বাঙলা সাহিত্য-সূত্রে। উল্লেখ্য যে নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহর [১৪৩৩-৫৯] কিংবা জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহর [১৪৩০] আমলে তথা ১৪৩০ বা ১৪৩৩ সনে নরমিখলা ওর্ফে মেঙ সাউমোন আরাকান সিংহাসনে গৌড়বাহিনীর সহায়তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে চট্টগ্রাম-ত্রিপুরার বাঙালী ভিন্নরাজ্যবাসী হওয়ায় রাঢ়-সুহ্ম-গৌড়-বঙ্গ-পুণ্ড্র অঞ্চলের বাঙালীর সঙ্গে অপরিচিতির, বিচ্ছিন্নতার ও দূরত্বের ব্যবধানের ও দুর্গমতার দরুন একচ্ছত্র শাসনে থাকা বাঙলার সঙ্গে তাদের মানসিক, সাংস্কৃতিক, ভাষিক আর প্রশাসনিক যোগাযোগ ছিল বিরল। যদিও চট্টগ্রাম ছিল উত্তরভারতের ও আসামের পণ্য রপ্তানীর সামুদ্রিক বন্দর আর উত্তর ভারতে ছিল বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিমের বিশেষ করে বৌদ্ধ-হিন্দুর তীর্থস্থানগুলো। এ দুই প্রয়োজনেই একটা কৃত্রিম ও স্বল্পকালিক যোগাযোগ ছিল বটে গৌড়শাসিত বাঙলার সঙ্গে চট্টগ্রাম-ত্রিপুরাবাসীদের। রাজ্যসীমার এ বাধার, অপরিচয়ের, বিচ্ছিন্নতার ও ব্যবধানের কারণেই সম্ভবত চট্টগ্রামে-ত্রিপুরাতেই কেবল মুসলিমরা বাঙলা সাহিত্য চর্চা করতে থাকে পনেরো শতক থেকেই, ষোল-সতেরো-আঠারো শতকে তা বহুলতায় ও বিষয় বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অবশ্য সবটাই প্রায় অনুবাদমূলক কিংবা অনুসৃত বা অনুকৃত ক্বচিৎ দু'একটা মৌলিক। আমরা সিলেটের হামিদকে ও রংপুরের হায়াত মাহমুদকে প্রথম ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম বহির্ভূত অঞ্চলের কবিরূপে পাই। কাজেই মধ্যযুগের সাহিত্যে মুসলিম অবদানের গুণগৌরব-গর্ব চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা-রোসাঙ্গ কেন্দ্রিক। এ অপরিচয়ের বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানের দরুনই হয়তো চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চৈতন্যভক্ত ও পার্ষদ হওয়া সত্ত্বেও চট্টগ্রামে রচিত 'রাধাকৃষ্ণ' পদে 'বৈষ্ণব তত্ত্ব' অলভ্য।

রোসাঙ্গের রাজার প্রশস্তি দিয়ে রচিত কাব্য 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী'। এ-কাব্য কাজী দৌলত গ্রহণে-বর্জনে-যোজনে স্বাধীনভাবে অনুবাদ করেন ঠেট-হিন্দি থেকে আরাকান রাজা শ্রীসুধর্মার বা থিরিথুধম্মার রাজত্বকালে [১৬২২-৩৮]। এ শ্রীসুধর্মার আমলের কবি আমাদের 'নসিবনামা'-র কবি মরদানও। কে যে সুধর্মার রাজত্বকালের প্রথম কবি তা আমরা জানি না। রচনাকাল না থাকায় আঁচ-আন্দাজ-অনুমান করারও উপায় নেই। তাছাড়া দুই কবির কেউ কারো কাব্যের কিংবা কবির নাম কোনো প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি। কাজেই কে প্রথম কে দ্বিতীয় আমরা জানি না। তবে মনে হয় কাজী দৌলত রোসাঙ্গে বসেই [১৬২২-৩৮ সনের মধ্যেই] তাঁর কাব্য রচনা করছিলেন এবং কাব্য অসমাপ্ত রেখেই প্রয়াত হন। আর মরদানের কাব্য রচিত হয় কাঞ্চীপুরে। যেখানে হিন্দু-মুসলিম বাস করত কিন্তু বৌদ্ধ বা আরাকানী কেউ বাস করত না। মনে হয় এ কাঞ্চীপুর চট্টগ্রামের কোন গ্রাম। কাজী দৌলত কবিত্বে-পাণ্ডিত্যে প্রথম শ্রেণীর কবি। মরদান বিদগ্ধ নন এবং কবিত্বেও দীন। 'মরদান' বিকৃত উচ্চারণে 'মর্দন'রূপে ভণিতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমরা ছন্দের খাতিরে 'মর্দান' করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদপ্রদত্ত 'নসিবনামা'-পুথিটিও খণ্ডিত [ঢা. বি. পুথি সং ২৩৮]. আমাদের অন্য পুথিটিও আদ্যে ও অন্ত্যে খণ্ডিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির মধ্যখানে পাঠের স্থিতিবিপর্যয় ঘটেছে। সম্ভবত লিপিকরের আদর্শ পুথিতেই পত্রের স্থিতিবিপর্যয় বা পত্রে পাঠ-ভুল বিন্যস্ত ছিল। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির পাঠ ছিল অনেকটা বিক্ষিপ্ত। আবার আমাদের আদ্যন্ত খণ্ডিত পুথিটিতে পাঠের আধিক্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পাঠ স্বেচ্ছায় বিকৃতকরণ রূপ স্বেচ্ছাচারিতা। এমনি দুটো প্রায় ভিন্নভঙ্গির পাঠ মেলানো, সম্ভাব্য বিশুদ্ধ পাঠ নিরূপণ সম্ভব নয়। আমরা তাই নিতান্ত বিষয় বয়ানে সঙ্গতি রাখার গরজে ভিন্ন অন্য কোন কারণে যৌগিকপাঠ তৈরির চেষ্টা করিনি। সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদের কাব্য হিসেবে 'নসিবনামা'-র সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনচেতনার ও জগৎভাবনার সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে গুরুত্ব অনেক। তাই আমরা স্থায়িত্বদান লক্ষ্যেই প্রায় সম্পূর্ণ এ কাব্যটি মুদ্রিত আকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলাম। পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়েছিল প্রায় ত্রিশ বছর আগে। প্রত্যাশা ছিল 'নসিবনামা'র কলমি পুথি ইতোমধ্যে মিলবে। মেলেনি, তাই মুদ্রণের জন্যে দিলাম গবেষণা পত্রিকায়। ভবিষ্যতে নতুন অখণ্ড পুথি পাওয়া গেলে, ভাবীকালে কোন গবেষক-সম্পাদক তথ্যে ও সত্যে পূর্ণতা দান করবেন— এ আশায় ও আশ্বাসে ভরসা রেখে আপাতত তুষ্ট থাকছি।

মর্দান বা মরদান রোসাঙ্গে'র নয়, রোসাঙ্গরাজ্যের কবি। তিনিও শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালে (১৬২২-৩৮ খ্রিঃ) কাঞ্চীপুরীতে বসে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তিনি

কোন অমাত্যের প্রতিপোষণ পাননি। কাঞ্চীর বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয় এটি রোসাঙ্গ শহরে নয়, রোসাঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত চট্টগ্রামের একটি গ্রাম বা প্রশাসন কেন্দ্র। এখানে মঘ নেই। কবির তোয়াজ-স্তুতির ভাষায় আরাকানরাজার ও কাঞ্চীপুরীর সম্বন্ধে কিছু অতিকথন আছে। যেমন :

১. ভুবনে বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গনগরী
রাবণের যেহেন কনক লঙ্কাপুরী।
শ্রী শ্রীসুধর্ম শাহা তথাত ঈশ্বর-
(ধ্বজ) ছত্র ধবলগজ লোক অধিপতি
ধনঞ্জয় সমসর বলবন্ত অতি।—

আর ২. সে রাজ্যেত (রোসাঙ্গরাজ্যে) আছে এক কাঞ্চি নামে পুরী
মুমীন মুসলমান বৈসে সে নগরী
আলিম মৌলানা বৈসে কিতাব কারণ
কায়স্থগণ বৈসে সব লেখন পড়ন।
ব্রাহ্মণ সজ্জন তাত বৈসএ পণ্ডিত
নানা কাব্য রস সব কহএ সুরীত।

কবিও হয়তো কাঞ্চীনিবাসী ছিলেন। আমাদের অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে নিম্নে উদ্ধৃত চরণগুলো :

সিঞ্চরের কাস্থ পিতা (?) প্রণামি তান পদ
তান দুই পুত্র মানি মর্দ মোহাম্মদ (?)
একদিন দুই ভাই বসিয়া থাকিতে
দুই সাধু কথা তবে লাগিলা কহিতে।

শেষের দুটো চরণ দৃষ্টে মনে হয় লোক-প্রচলিত উপাখ্যানই এ কাব্যের অবলম্বন। কবিও বোধ হয় সে-আভাসই দিয়েছেন, কাব্যের আরম্ভ এরূপ :

[নসিব] নামা পঞ্চালিকা শুন নরগণ
পূর্বকালে আছিলেক হেন বিবরণ।
প্রণাম করিয়া কহি পণ্ডিত গোচরণ
পুস্তক যেহেন মতে হৈল উতপন।

'বিবরণ' লিখিত পাঁচালী নয়—লোকশ্রুতি। তা হলে উক্ত দুই ভাইয়ের মুখে দুই সদাগরের কিস্‌সা শুনে কবি তা কাব্যে রূপায়িত করেছেন। গল্পের বীজ এই :

পূর্বে দুই সাধু ছিল নগরে সিরাজ
মিতালি করি দেখ পাইল এক লাজ।

যে মতে নসিরাবিবি (নুরুদ্দিন) বিহা
সেসব বৃত্তান্ত কহি পঞ্চালী রচিয়া।

কবির পীর ছিলেন—সৈয়দ ইব্রাহিম, (পাঠান্তরে ইব্রাহিম খলিল)

সৈয়দ ইব্রাহিম পীর রূপে পঞ্চবাণ
কহে হীন মর্দনে নুরুদ্দিন বাখান।

যদিও কবি 'দুই সাধু কথা', 'নসিরাবিবি-নুরুদ্দিন বিহা' এবং 'নুরুদ্দিন বাখান'-বলে উপাখ্যানটিকে অভিহিত করেছেন, উপাখ্যানটির প্রকৃত নাম মনে হয় 'নসিবনামা' বা নিয়তিকথা বা বিধিলিপি। কবি শমশের আলীর 'রেজওয়ান শাহ'-উপাখ্যানের এবং এ 'নসিবনামা' কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই। দুটো কাব্যেরই লক্ষ্য অদৃষ্টের বা নিয়তির বিধান অমোঘ বা অখণ্ডনীয় বলে প্রমাণ করা।

আল্লাএ যে কিছু করে কেহ খণ্ডাইতে নারে
শর্ত সব নিষ্ফল হইল।

মরদানের কাব্যের মূল বিষয় : সদাগর আবদুল করিমের ও সদাগর আবদুন নবীর মধ্যে ছিলো বন্ধুত্ব। উভয়ের স্ত্রী ছিল গর্ভবতী। তারা সে-সময়ে অঙ্গীকার করে যে তাদের দুজনেরই ছেলে হলে বন্ধুত্ব করাবে, মেয়ে হলে সখ্য পাতাবে এবং ছেলে ও মেয়ে হলে বিয়ে দেবে। দৈবক্রমে আবদুল করিমের সদাগরী নষ্ট হওয়ায় সে অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়ল। তাই আবদুন নবী যথাসময়ে অঙ্গীকার অনুযায়ী আবদুল করিমের কন্যা নাসিরাবিবিকে বধূ না করে, পুত্র আবদুল সবিরের সঙ্গে আবদুল গনির কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করল। এ সূত্রেই স্বামীকে প্রবোধ দানচ্ছলে দৃষ্টান্তস্বরূপ আবদুল করিমের স্ত্রী আসামরাজ্যের সদাগর রাজু খানের চার পুত্রের পুরস্কার ও ভাগ্যের উপাখ্যান বর্ণনা করল। এ চারপুত্রের নাম মুসাখান, ইসাখান, ইসমাইল খান ও এবাদত খান। রাজু খান একদিন পুত্রদের বলল—

'বাপের মায়ের ধন কথদিন খাইব।
আপনা অর্জন ধন খাইলে না ফুরাইব।

তারপর চারপুত্রের ধন উপার্জন সম্পৃক্ত ঘটনাই বিবৃত হয়েছে। 'কর্মভোগ সংসারে এড়াইতে কেহ নারে।' আবদুল করিমের স্ত্রীর দ্বিতীয় গল্প আদর্শ বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত :

পূর্বে যে মিসির দেশে দুই মিত্র ছিল
মিত্রের কারণে মিত্র মরণ ইচ্ছিল।

মিসরের সদাগর পেরু খানের কন্যা খাণ্ডাবতী মক্তবে পড়ে, সেখানে জামালও পড়ে। উভয়ের প্রেমের ও সম্ভোগের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। আর জামাল

যখন গুপ্ত প্রেমের অপরাধে সুন্দরের মতো মৃত্যুদণ্ড পেল, তখন তার বন্ধু কামাল জামালকে বাঁচানোর জন্যে অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়ে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে চাইল। জামাল বলে আমি, কামাল বলে আমি অপরাধী।

এরপর দেশের ধার্মিক রাজা নুরুদ্দিনের ফকিরবেশে রাত্রে নগর পরিক্রমা। আবদুল করিমের মুখে তার দুঃখের কাহিনী ও আবদুন নবীর অঙ্গীকারভঙ্গের কথা শুনে ফকিরবেশী রাজা নুরুদ্দিন প্রবোধ দানচ্ছলে পূর্বের এক কিস্‌সা বর্ণনা করলেন:

পূর্বে যেন গরীব হোসেন একজন
ব্যাঘ্র হাতে কন্যা দিয়া পাইল বহুধন।

গরীব হোসেন নামে এক মৌলানা মিসরে সোলায়মান বাদশাহর কাছে গিয়ে অর্থাভাবে মেয়ের বিয়ে দেয়ার সমস্যার কথা জানায়। বাদশাহ বলেন—কাল আউয়াল ফজরে অর্থাৎ 'ঊষাকালে' 'প্রথমে যাহারে দেখ তোমার দুয়ারে / তাকে কন্যা বিভা দিবা হইয়া নির্ভএ।'

প্রাতে এল মানুষ নয়— এক বুড়ো বাঘ। তাকেই কন্যা সমর্পণ করতে হল। তারপর অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এরপরে রয়েছে মুসা নবী ও তিন নিঃস্ব জনের কিস্‌সা : এদের তিন জনের একটি বস্ত্র, তাই তারা গর্তে বাস করে, তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন মুসা যেন তিনজনে তিনটি বস্ত্র পায়, আল্লাহ বলেন-'আদ্যের লেখন তার কেমতে মিটিব'—তবু মুসার অনুনয়ে আল্লাহ 'তৃতীয় দিবসে আমি তিন বর দিল।' এ বরপ্রাপ্তদেরও কিস্‌সা রয়েছে। এদিকে ফকিরবেশী রাজা নুরুদ্দিন আবদুল করিমকে অর্থদান করেন, সে-অর্থ মূলধন করে করিম আবার ধনী সদাগর হল। আর পূর্ব শর্তানুসারে ফকিরকে কন্যাদান করল। এ বিয়েতে খুব জাঁকজমক হয়।

নানান দ্রব্য আনিলেক নাহি লেখাজোখা
হেন মতে তেলোয়াই করে সাধুবরে
পান ফুল ফিরাওন্ত প্রতি ঘরে ঘরে।

আর বরও যেন মুসলিম শিবঠাকুর :

মাথাএ যে কাল পাগ গলাএ শিকলি
কান্দেত তুলিয়া লৈল ফাটা কাঁথা খানি
হস্তে শোভে লাঠিগুটি কান্দে শোভে ঝুটি
কমরবন্দ আছে বেড়িয়া কাঁকাল
টেনিয়া (তেনা) পিন্ধন পরিধান চাদর ফাটা

হাতে জপমালা শেখরে যোগবোটা।
পাএত পাদুকা দিয়া আইল ফকির
বরের আসনে তবে বসিলা মহাবীর।
হেন মতে বিভা কৈলা নৃপতি ফকির
আর রাত্রি তিন প্রহরেক হৈল জুলুয়া।

আবদুন নবীর পুত্রের বিয়েতে করিম পানফুলসহ নিমন্ত্রণ পেল, পেল মেয়ে-জামাইও। ফকির নাসিরাবিবিকে নবীপুত্র আবদুল সবিরের বিয়েতে যেতে নির্দেশ দেয় :

'পদাতি হইয়া যাইবা সাধুর দুয়ার
যথা দামাদেরে সবে তেল চড়াএ মুখে
ধূলি চাপি চাহি তুমি বসিবা সম্মুখে।

ফলে ঊনচল্লিশ নারীসহ বিয়ে বাড়ি রওয়ানা হল নাসিরা। এখানেই পাণ্ডুলিপি খণ্ডিত। মনে হয় নাসিরাবিবির সঙ্গেই সবিরের বিয়ে হয়েছিল পরিণামে, যেমনটি হয়েছিল রেজওয়ান শাহর কন্যার সঙ্গে হোসামপুত্রের। আমাদের অবলম্বন দুটো পাণ্ডুলিপির একটি ১-২২ পৃষ্ঠায় খণ্ডিত। অন্যটিও আদ্যন্ত খণ্ডিত। প্রথমদিকের কয়েক পৃষ্ঠা নেই এবং মধ্যেও অনেকাংশ বাদ পড়েছে, এবং শেষের দিকেও খণ্ডিত। দুটো পাণ্ডুলিপির মধ্যে ভাষাগত তথা শব্দগত পাঠান্তর অনেক।

মরদান সতেরো শতকের চতুর্থ দশকের মধ্যেকার কবি। তাঁর কাব্যের কালগত গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহর লীলার ও নিয়তির অমোঘতাই প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও এসব উপাখ্যানেও রোম্যান্সের এবং আদিরসের ভিয়ান রয়েছে। সে কারণে ধর্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন রসিক মানুষের এ জাতীয় উপাখ্যান প্রিয় হওয়ার কথা। মরদানের কবিত্ব কিংবা পাণ্ডিত্য উল্লেখযোগ্য নয় বটে, তবে লোকশিক্ষালক্ষ্যে বানানো লোকশ্রুতির উপাখ্যানকে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত করে কাব্যে রূপায়িত করার গৌরব তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। এ সূত্রে স্মর্তব্য যে উপাখ্যানের রসকথার মাধ্যমে মুসলিমদের ধর্মবুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান দানের জন্যেই হিন্দুদের মঙ্গলকাব্য রচনার পাশাপাশি এগুলো রচিত হচ্ছিল। সেদিন স্বতন্ত্র জাত-বর্ণ-ধর্ম ও অঞ্চল-ভেদে সাহিত্যকর্মও বিভিন্ন হত।

মঙ্গলপাঁচালীর সঙ্গে এ-ধরনের উপাখ্যানের তুলনা করলেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর মানুষের জীবন চেতনার ও, জগৎভাবনার তথা জীবনের মূল্যবোধের, আদর্শের ও লক্ষ্যের আর চাওয়া-পাওয়ার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

# নসিব নামা

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত ২৩৮ সংখ্যক পুথির পাঠভিত্তিক। তবে ভিন্ন এক খণ্ডিত পুথির আলোকে পাঠ সংযোজন ও পাঠান্তর দেয়া হল অনেকাংশে।]

## । রোসাঙ্গ পরিচিতি ।

নসিবনামা পঞ্চালিকা শুন নরগণ
পূর্বকালে আছিলেক হেন বিবরণ।
প্রণাম করিয়া কহি পণ্ডিত গোচরণ
পুস্তক যেহেন মতে হৈল উতপন।

ভুবনে বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরী
রাবণের যেহেন কনক লঙ্কাপুরী।
শ্রীশ্রীসুধর্মা শাহা তথাতে ঈশ্বর
কামদেব [জিনি রাজা] পরম সুন্দর।
ধ্বজছত্র ধবলগজ লোক অধিপতি
ধনঞ্জয় সমসর বলবন্ত অতি।
বৃহস্পতি সমবুদ্ধি দানে কর্ণ সম
রণে মহাবীর সে যে বিশাল বিক্রম।

সে রাজ্যেত আছে এক কাঞ্চি নামে পুরী
মুমীন মুসলমান বৈসে সে নগরী।
আলিম মৌলানা বৈসে কিতাব কারণ
কায়স্থগণ বৈসে সব লেখন-পড়ন।
ব্রাহ্মণ সজ্জন তাত বৈসএ পণ্ডিত
নানা কাব্যরস সব কহএ সুরীত।

## । গ্রন্থোৎপত্তি ।

সিঞ্চরের কায়স্থ পিতা প্রণামি তান পদ
তান দুই পুত্র মানি মর্দ মোহাম্মদ।
একদিন দুই ভাই বসিয়া থাকিতে
দুই সাধুকথা তবে লাগিলা কহিতে।

পূর্বে দুই সাধু ছিল নামেত সিরাজ
মিতালি করি দেখ পাইল এক লাজ।
যেমতে নসিরাবিবি-নুরুদ্দীন বিহা
সে-সব বৃত্তান্ত কহি পঞ্চালী রচিয়া।
সৈয়দ ইব্রাহিম পীর রূপে পঞ্চবাণ
কহে হীন মর্দানে নুরুদ্দীন বাখান।

**। কাহিনীর শুরু ।**

। দীর্ঘ ছন্দ ।

দক্ষিণ দিকের মাঝ 'আপি' নামে এক রাজ্য
নুরুদ্দীন নামে তথা রাজা
তাহার যথেক গুণ কহিতে নারি সবি পুন
[রাম] সম পালে সব প্রজা।
আবদুল করিম বর ধনরত্ন বহুতর
ধর্মপন্থে অতি চিত [ভোর]
আবদুল নবীবর সাধু অতি ধনেশ্বর
জাতিকুল দোহ সমসর।
মিতালি তাহান দোন শিশুকাল হোন্তে জান
হাস্য পরিহাস্য নিরন্তর
একেক না দেখে যবে ক্ষেণেক না রহে তবে
অন্যে-অন্যে প্রীতি বহুতর।
আর দিন দুই মিত হরষিত হই চিত
আছন্ত যে সকৌতুক মন
মৃগয়া করিতে বনে কহিলেন্ত দুইজনে
আহেড়ি করিতে গেল বন।
মৃগপশু বহুতর ফল ফুল বিস্তর
তথা পাই হৈল হরষিত
করিয়া যে ফল পানি হাস্য পরিহাস মন
বৃক্ষতলে বসিলা দুই মিত।
বহএ বসন্ত বাও কোকিলে কাড়এ রাও
মধুকীটে কর এ ঝঙ্কর।
হরষিত হৈলা যবে আবদুল করিমে তবে

পরিহাস্য লাগিলা কহিতে
আমার যে যুবতী হইয়াছে গর্ভবতী
আজি হন্তে হৈল নয় মাস।
এ সব শুনি যবে আবদুল নবীএ তবে
মোর স্ত্রী গর্ভ চারি মাস
আবদুল নবী হাসি কহে শুন সাধু সাধ হএ
মোর কন্যা কিবা তোর সুত
কিবা হএ তোমার সুতা আমার জন্মএ পুতা
বিবাহ করাইব কহি এমত।
যদি হএ মোতে সুত তোমাতে জন্মএ পুত
দুইজন বন্ধুসি করাইমু
মোতে যদি জন্মে সুতা তোমাতে যে দুহিতা
দুইজনে সইআলা করাইমু।
এই শর্ত করি দুই হরষিত মন হই
চলি গেলা যার যেই ঘর
সময় হৈল যবে আবদুল নবীর ঘরে তবে
পুত্র এক হইল সুন্দর।
দেখিয়া পুত্রের মুখ অধিক জন্মিল সুখ
আবদুল সবির থুইল নাম
ন' মাস ন' দিন পরে আবদুল করিম ঘরে
কন্যা এক হৈল অনুপাম।
বিবি নসিরা থু'ল নাম রূপে গুণে অনুপাম
কি কহিব তার রূপজ্যোতি
এল যেন অপসরী নতু কিবা শাহপরী
সুরচিত মোহন মূরতি।
হেন কন্যা হৈল যবে কথ বৎসর গেল তবে
[ঘটন] যে দৈবের বিপরীত
ডিঙ্গা সব ভাঙ্গি গেল হস্তীঘোড়া মরি গেল
সাধু অতি হইল দুঃখিত।
দাসদাসী মরি গেল ধন সব নষ্ট হৈল
আবদুল করিমে দুঃখ পাএ

আবদুল নবী সাধুবর ডিঙ্গা তার বহুতর
ধনসব অতি হৈয়া যাএ।
তান পুত্র অনুপাম আবদুল সবির নাম
বিবাহ দিবারে হৈল মন
আবদুল গনি সাধুবর কন্যা আছে তার ঘর
উকিল পাঠাইল তার স্থান।
কোষ্ঠী জোড়া চাহাইয়া নিবন্ধ সে চাহাইযা
বিবাহের সামগ্রী করএ
এ বার্তা শুনিলা যবে আবদুল করিমে তবে
মনে মনে অতি দুঃখ পাএ।
সাধু অতি দুঃখ মনে আপনা পত্নীর সনে
বসিয়া থাকিতে নিজ ঘর
পূর্বের বৃত্তান্ত যথ পত্নীত কহিলা তথ
শুন বিবি আমার উত্তর।
আবদুল নবী সাধুজন মিতালি আমার তান
তুমিহ জানহ নিশ্চিত
সেই হৈল ধনীবর আমি হই দুঃখী বর
হেন জ্ঞান দৈবের বিপরীত।
সৈন্য লই দুইজন শিকারেত গেলাম বন
তথা আপনে কৈল শর্ত
মোর কন্যা নসিরাবিবির তার পুত্র আবদুল সবির
শর্ত কৈল বিবাহ করাইতে।
হেন শর্ত বিসর্জিয়া[১] তান পুত্র[২] দিতে বিহা
আবদুল গনির কন্যা[৩] জুড়িল
আল্লাএ[৪] যে কিছু করে কেহ খণ্ডাইতে নারে
শর্ত সব নিষ্ফল হইল।
সৈয়দ ইব্রাহিম পীর পুণ্যের শরীর স্থির[৫]
তান পদে করিএ সালাম[৬]
হীন মর্দানে কহে পণ্ডিত সবের[৭] পাএ
এ রস পাঞ্চালী অনুপাম।

পাঠান্তর ১. না মানিয়া ২. তাহার পুত্রের ৩. আন কন্যা দিবারে। ৪. প্রভু ৫. সর্ব অশ্র শাস্ত্রে ধীর ৬. প্রণাম ৭. গণের।

। জমকছন্দ।

আবদুল করিমে যদি এমত বুলিলা
হাসিয়া তাহান পত্নী কহিতে লাগিলা।
মনে কেনে চিন্তা পাও আএ প্রাণপতি
মহাদুঃখ পাইয়াছে বড় নরপতি।[১]
দুঃখ সুখ দুই জান প্রভুর সৃর্জন[২]
কেহ সুখ কেহ দুঃখ পাএ সর্বজন[৩]
কেহ দুঃখী হএ কেহ মহাসুখ পাএ[৪]
প্রভুর মহিমা জান[৫] বুঝন না যাএ।
সম্পদের লোভ জান মতিভ্রম হএ[৬]
পূর্বে শর্ত কৈলা তাত কহিতে যুয়াএ[৭]।
শর্ত পালিয়া কন্যা বিভা দিবে যবে[৮]
তার প্রতি খুশি হৈব নিরঞ্জন তবে।[৯]
আবদুল করিমে শুনি[১০] বুলিলা তখন
হত বুদ্ধি নারী জাতি না চিন ভুবন।
কি কারণে তার ঠাঁই বোলহ যাইতে
মোর কন্যা নেও বুলি কহিমু কেমতে।
যার যেই কর্ম লেখা ভুঞ্জে সেইজন
অতি কষ্ট কৈল্যে কর্ম না যাএ খণ্ডন।

১. কেনা অনুদিন রাখে আপনা সম্প্রীতি ২. সৃজিয়াছে প্রভু নিরঞ্জন ৩. সুখ পাই দুঃখ না পাই আছে কোন্ জন ৪. অতি কষ্ট পাএ কেহ দুঃখ নাহি পাএ ৫. আল্লার কুদরত প্রভু ৬. কিন্তু সম্পদেত কাক মতিভ্রম হএ ৭. আগে করিআছ শর্ত পালিতে যুয়াএ ৮ শর্তের কারণে যদি কন্যা বিভা করে। ৯. তার লক্ষ্যে কথদিন কটি বাস তবে ১০. তা শুনিয়া সাধু তবে

## । দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম গল্প।

। জমক ছন্দ।

পূর্বে যে আসাম রাজ্যে ছিল সাধুবর
রাজু খান নামে সপ্ত ডিঙ্গার ঈশ্বর।

তার চারিপুত্র পরীক্ষিতে মহাবল
যার যেই কর্মফল ভুঞ্জে সেই ফল।
তবে তান পত্নীএ যে পুছিলা তাহারে
কোন্ মত কর্মফল কহত আমারে।
ভকতি করিয়া যদি নারীএ[১] পুছিলা
আবদুল করিমে তবে কহিতে লাগিলা।
সৈয়দ ইব্রাহিম পীর গুণের তপন
হীন মর্দানে কহে সাধুর কথন।

। পাঞ্চালী ছন্দ। পয়ার রাগ।

আসামের রাজা যে বিক্রমে মহাবর
রাজু খান নামে সাধু বৈসে সে নগর।
সে সাধুর চারিপুত্র রূপে মনোহর
জ্যেষ্ঠপুত্র মুসা খান নামে তপবর।
তাহান কনিষ্ঠ ভাই ইসা খান নাম
আর পুত্র ইসমাইল নামে অনুপাম।
সবের কনিষ্ঠ [ইয়াদ] এবাদত খান নাম
এ চারিপুত্র সাধুর অতি অনুপাম।
একদিন চারিপুত্র বসিয়া থাকিতে
পরিহাস্যে বাপে তবে লাগিলা কহিতে।
আএ পুত্র সব দেখ বৃদ্ধ হৈলুঁ আমি
কোন্ মতে ধন বোল আনিবা যে তুমি[১]
পুত্র সবে বোলে বাপ ধন দেও তবে

পাঠান্তর : ১. এসব বচন যদি পত্নীএ১ . কোনে কনমতে ধন উপার্জিবা তুমি।
২. এতেক শুনিয়া বাপে ৩. কন কথা খানি পুত্র

বণিজ করিয়া ধন আনি দিব সবে।
শুনিয়া পুত্রের বাক্য[২] হাসিতে লাগিলা
হেন কথা তুমি সবে[৩] আমাত কহিলা।
আমি ধন দিলে যদি তুমি উপার্জিব[৪]
তোমরার গুণ আমি কেমতে বুঝিব।[৫]
আপনা পৌরুষ করি যদি ধন আনি

তাহারে সবার মধ্যে পুরুষ বাখানি।
অপরের অর্জিত ধনে লোভমতি হএ
লোকে কাপুরুষ বোলে নরকে পুরএ।
এক বাক্য কহি পুত্র[৬] শুন দিয়া মন
বাপের ধনেত কভু না করিও মন।
এমত বুলিযা সাধু বোলে আরবার
কহিলাম পুত্র সব বচন আমার।
বাপের মায়ের ধন কথদিন খাইব
আপনা অর্জ্জিত ধন খাইলে না ফুরাইব।
অতি ক্লেশ চারিপুত্র বুঝিতে কারণ
চারিদিন চারিপুত্র আনি দেও ধন।
[প্রথমে করিল আজ্ঞা ইয়াদ [ এবাদত] খান প্রতি[৭]
কহিতে লাগিলা তবে ইয়াদ খান প্রতি।
শুন পুত্র ইয়াদ খান এ কহি আমি
আজুকারি 'রসদ' মূল্য আনি দেও তুমি।
খাইবারে যথ ইতি দ্রব্যজাত হএ
আজুকার সব তুমি দেও মহাশএ।
তা শুনিয়া ইয়াদ খান বুলিলা তখন
কড়ি দেও নানা দ্রব্য আনিমু এখন।
তা শুনিয়া সাধু তবে ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা ইয়াদ খান সম্বোধিয়া।
আমি কড়ি দিলে এক কিঙ্করে যাইয়া
নানাদ্রব্য নগর থুন আনিব কিনিয়া।
বিনি কড়ি যাই যদি আন দ্রব্যজাত
তবে সে বুঝিব মান্য সবার সাক্ষাত।
এথ শুনি ইয়াদ খান বাজারেত গেলা
দোকানে দোকানে দ্রব্য চাহিতে লাগিলা।
এক 'বট' ঊনা হৈলে দ্রব্য নাহি পাএ
তা দেখিয়া সাধু সুত না দেখে উপাএ।

৪. আমি দিব ধন তুমি সে অর্জিবা ৫. তবে কেনে তোমারার মান্য কি থাকিবা। ৬. তেকারণে পুত্র সব ৭. এচরণ থেকে 'সেসব বৃত্তান্ত সব কহিলা সকল' পর্যন্ত অপর পুথির (= 'খ পুথির) পাঠ।

সে রাজ্যেত এক সাধু ইদিল খান নাম

এক পুষ্করণী দেন্ত সেই অনুপাম।
এক আগালা মাটি বহিতে পারএ
এক আড়ি কড়ি জান সেই জনে পাএ।
তা শুনিয়া সাধুসুত তথা চলি গেলা।
এক উড়া মাটি তবে পাড়েত পেলিলা।
এক আড়ি কড়ি দিলা সাধু মহামতি
ইয়াদ খানে পাই কড়ি নিলা শীঘ্রগতি।
সেই কড়ি দিয়া নানা দ্রব্য কিনি লৈলা
সেই দ্রব্য বাপের সাক্ষাতে নিয়া দিলা।
বাপে বোলে আএ পুত্র বোল তত্ত্ববাত
কথাত পাইলা দ্রব্য [কহ মোর সাক্ষাত]।
[সে সব বৃত্তান্ত সব কহিলা সকল।]
আজু চল এবাদত [ইয়াদ] খান মহামতি
আজ্ঞি কিছু ধন আন তোমার শকতি।
একদিন দুই সন্ধ্যা যদি দিলা আনি
তবে সে তোমার গুণ সভাত বাখানি।
এথ শুনি এবাদত খাঁ চলিলা সত্ত্বর
কথাত পাইব ধন যাইমু কার ঘর।
লোকেত মাগিয়া লৈতে লজ্জাবাসি মন্ন
বণিজ্জ করিতে কিছু হাতে নাহি ধন।
হেনকালে সে রাজ্যের রাজার নন্দিনী
ধন বহু ব্যয় করে দিবারে পুষ্কর্নী।
এক আগলি মাটি যে জনে ফেলাএ
সে আগলি ভরি কড়ি সেই জনে পাএ।
তথাত চলিয়া গেলা সাধুর কুমার
এক আগলি মাটি ফেলিলা সত্ত্বর।
এক আগলি কড়ি পাইলা ততক্ষণ
হাটেত লইয়া গেলা সাধুর নন্দন।
খাইবারে বস্তু কিছু কিনিয়া লইলা
আর বাকি কড়ি লই বাপ আগে গেলা।
হাসিয়া বোলন্ত বাপে শুন মহাবল
কথাত পাইলা পুত্র এ বস্তু সকল।
তবে পুত্র বোলে বাপ শুন মন করি

এক পুষ্কর্ণী দেন্ত রাজার কুমারী।
এক আগলি মাটি যে জনে ফেলাএ
আগলি ভরিয়া কড়ি সেই জনে পাএ।
তথা এক আগলি মাটি ফেলিলাম যাই
তবে সে আগলি ভরি কড়ি আমি পাই।
সে কড়ি লইয়া কিছু কিনি দ্রব্যজাত
একদিন দুই সন্ধ্যা আনিয়াছি তাত।
এথেক শুনিয়া সাধু চিন্তে মনে মন
অতি বড় দুঃখী হৈব আমার নন্দন।
[মনে মনে চিন্তে তবে সাধু মহাবল।[৮]
এ বৃত্তান্ত শুনি সাধু মন কৈলা থিত
এই পুত্র হৈব মোর বড়হি সুলক্ষিত।
আর দিন হেন যদি সাধু মহামতি
কহিবারে লাগিলেন্ত ইসমাইল প্রতি।
শুন পুত্র ইসমাইল বচন আমার
আজুকা আনিয়া অন্ন দেও খাইবার।
যথ ইতি দ্রব্যজাত [বাজারে আছএ]
আজুকা আনিয়া তুমি দেও মহাশএ।
তা শুনিয়া ইসমাইলে বাপ প্রণামিয়া
সেই ক্ষণে গেল তবে বাজারে চলিয়া।
থল নাহি দ্রব্যজাত [কিছু না পাইলা]
মনে মনে ইসমাইল চিন্তিতে লাগিলা।
কোন দিকে ভাল গতি না দেখিএ আর
আজু তেয়াগিমু জীউ বাজার মাঝার।
এ ভাবিয়া সাধু সুত চলিলা সত্বরে
যাইতে যাইতে আর তবে কথ দূরে।
দেখিলেন্ত এক মৃগ পড়িয়া আছএ
গলেত বান্ধিয়া লতা পড়িতে আছএ।
তবে ইসমাইলে দেখি তথা চলি গেলা
সেই ক্ষণে সেই মৃগ জবেহ করিলা।
মাংস পাই ইসমাইলে হৈলা হরষিত
সেই মাংস আনিয়া দিলা বাপের বিদিত।
বাপে তারে জিজ্ঞাসিল কহ তত্ত্ববাণী

কথাত পাইলা মাংস কহিবা কাহিনী।
এ শুনিয়া ইসমাইল কহিতে লাগিল
যথেক বৃত্তান্ত সব সকল কহিল।
৮. 'খ' পুথির পাঠের [পাঠান্তর ৭ দ্রষ্টব্য] অনুবৃত্তি।
আর দিন ইসমাইল পুত্রকে ডাকিয়া
একদিন দুই সন্ধ্যা দেওত আনিয়া।
তুমি কি আনিবা পুত্র আজি চলি যাও
তোমার কি গুণ আছে আমাকে দেখাও।
এথ শুনি ইসমাইল্ল গেলেন্ত চলিয়া
অর্জিব কেমতে ধন না পাএ ভাবিয়া।
হাতে ধন নাহি কিছু বণিজ করিতে
মনে লজ্জা করে বহু মাগিয়া লইতে।
কেমতে পাইব ধন কি কর্ম করিয়া
বনেত প্রবেশ কৈল মরিবে ঝুলিয়া।
হেন কালে এক মৃগ লতায় বেড়িয়া
মৃগ বাঝি আছে জান ভূমিতে পড়িয়া।
দেখিয়া যে সেইমৃগ সাধুর কুমার
জবেহ করিয়া লৈল কান্ধে আপনার।
সেই মাংস কাটিয়া যে হাটেত বেচিয়া
নানা বস্তু কিনি লৈলা খাইতে বুলিয়া।
কিছু মাংস লই গেলা বাপের গোচরে
দেখি আনন্দিত হই পুছিলা তাহারে।
এই মৃগমাংস পুত্র পাইলা কথাত
কথা হস্তে পাইআছ সব বস্তুজাত।
তবে ইসমাইলে বোলে শুন মহাশএ
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলুঁ বনেত নিশ্চএ।
লতায় বেড়িছে মৃগ তথাত পাইয়া
জবেহ করিয়া মাংস হাটেত বেচিয়া।
৯. 'খ' পুথির পাঠের অনুবৃত্তি।
সেই কড়ি লইয়া যে বস্তুজাত কিনি
আপনার সাক্ষাতে দ্রব্য দিলাম যে আনি।
তবে সাধু মনে মনে চিন্তা কৈলা সার
ব্যাধ কর্ম করি খাইব এ পুত্র আমার।

[রাজাখান সাধু তবে মনেত ভাবএ[৯]
এ পুত্র ব্যাধ মোর হইব নিশ্চএ।
আর দিন সাধু তবে লাগিল কহিতে
বুলিলেন্ত ইসা যথ দ্রব্য আনি দিতে।
এ মত বৃত্তান্ত শুনি পিতৃর যে মুখে
মনে মনে চিন্তে ইসা অতি মন দুখে।
বণিজ করিতে মোর লগে নাহি ধন
কেমতে মাগিয়া লৈমু সাধুর নন্দন।
কন দিকে ভাল গতি না দেখিএ আর
সমুদ্রেত ঝাম্প দিয়া মরণ করি সার।
এ বুলি ইসা গেলা সমুদ্রের কূলে
জল মধ্যে ঝাম্প দিয়া মরিবারে চলে।
যাইতে যাইতে গেলা সমুদ্র কিনার
এ বস্তা ধন পাইলা বালুকা ভিতর।
সেই ধন কিছু লই হাটেত বেচিয়া
নানা দ্রব্য লইলেক খাইতে বুলিয়া।]
আর দিন ইসা খাঁরে ডাকিয়া বোলএ
দুই সন্ধ্যা বস্তু আনি দেও মহাশএ।
এথ শুনি ইসা খাঁ গেলা নগর ভিতরে
কি কর্ম করিব বুলি মনে চিন্তা করে।
বণিজ করিতে মোর সঙ্গে নাই ধন
কেমতে মাগিয়া লৈমু সাধুর নন্দন।
কথা গেলে ভাল হৈব না দেখি আমার
সমুদ্রে ডুব দিয়া মরণ করি সার।
এথ ভাবি ইসা খাঁ গেল সমুদ্রের কূলে
ডুব দিয়া মরিমু যে সাগরের জলে।
যাইতে যাইতে গেল সমুদ্র কিনারে
এক বস্তু ধন পাইলা সমুদ্র মাঝারে।
সেই ধন কিছু লৈয়া হাটেত যে গিয়া
খাইবারে বস্তু সব লইল কিনিয়া।
আর ধন লই গেলা বাপের গোচর
বাপে জিজ্ঞাসিলা কথা পাইলা পুত্রবর।
তবে ইসা খাঁএ বোলে বাপ প্রণামিয়া[১]

এসব বৃত্তান্ত যথ কহিল ভাঙ্গিয়া।
তবে বাপে ভাবিয়া যে মনে কৈলা সার[২]
এই পুত্র হৈব মোর ধনের ঈশ্বর।
আর দিন জ্যেষ্ঠপুত্র মুসা খাঁকে কহে
আজুকার ভক্ষ্য আনি দেও মহাশএ।
এথ শুনি মুসা খাঁ যে সাধুর নন্দন
নগরেত গিয়া ভাবে আপনা মনে মন।
দ্রব্য কিনিবারে কড়ি নাহিক আমার
মাগিলে হাসিব লোকে নন্দন সাধুর।
এথ ভাবি সাধুসুত চিন্তিত হইয়া
এক দোকানেত যাই রহিল বসিয়া।
হেন কালে একজন 'আমিন' নাম করি
বিবাহ করিল কন্যা ইছামতী নারী।
বিবাহ করিয়া যদি সপ্তদিন গঞিল
বণিজ করিতে সাধু সঙ্কল্প করিল।

পাঠান্তর; ১. তবে ইসা খান জাএ প্রণাম করিয়া ২. তবে বাপে ভাবি চিন্তিলা বহুতর।

আপনা জননী স্থানে স্ত্রী সমর্পিয়া
দাসদাসী সব ইষ্ট সম্ভাষিয়া।[৩]
যাইতে কহিয়া গেল আপনার নারী
সাধু পাশে কহি যদি এড়াইতে পারি।
আমি যাই সাধুস্থানে বিদায় মাগিব
সাধু আজ্ঞা হৈলে পুনি ঘরেত আসিব।[৪]
এ বুলি আমীন গেলা সাধুর গোচর
সাধু স্থানে কহে বহু রহিবারে ঘর।
এক কন্যা বিভা কৈলুঁ হৈল সপ্তদিন
কেমতে ডিঙ্গাতে যাইব হৈব বহু দিন।
যদি আজ্ঞা কর সাধু চরণে তোমার
এক বৎসর সুখে থাকি ঘরে আপনার।
এথ শুনি সাধু তাত ঈষৎ হাসিয়া
কহিবারে লাগিলা আমিন সম্বোধিয়া।
সান্ত্বাইয়া কহিলেক মধুর উত্তর
তুমি যদি না যাও বণিজে মোহোর।

এমত বুলিয়া সাধু আজ্ঞা যে করিলা
ভিঙ্গাতে করিয়া তবে বণিজেতে গেলা ।[৫]
তবে এক ইব্লিস আমীনরূপ ধরি
প্রবেশ করিল আসি আমীনের পুরী ।[৬]
আমীনের নারী সেই ইছামতী সতী
ফিরিয়া আইল জানি আপনার পতি ।
আমীনের মায়ে জানে পুত্র আপনার
নফরে চাকরে জানে ঠাকুর আমার ।
ইষ্ট মিত্র আর সকল পাড়া পড়শীরে

৩. নফর চাকর ইষ্টমিত্র সম্বোধিয়া
৪. আজুকা নিশিথে আমি ফিরিয়া আসিমু ৫. নৈরাশ হইয়া আমীন সাধুসঙ্গে গেলা, ৬. গ্রহণ করিল আসি আমীনের নারী ।

সকলে বোলএ আমীন ফিরি আইল ঘরে ।
মূর্তি ধরিয়াছে ইব্লিস আমীন আকার
তে কারণে তারে কেহ নারে চিনিবার ।
হেনমতে গমি গেল এ তিন বৎসর
একপুত্র উপজিল পরম সুন্দর ।
ফিরি আইল আমীনে এ তিন বৎসরে
হরিষে চলিয়া আইল আপনার ঘরে ।
আমীনের রূপ ধরি ইব্লিস দুর্বার
ঘরে ঠাঁই না দিয়া খেদায় বারবার ।
তবেত আমীন গেলা রাজার গোচর
প্রণাম করিয়া বোলে শুন রাজেশ্বর ।
বিবাহ করিয়া সপ্তদিন হৈল যবে
বণিজ করিতে মুঞি চলি গেলুঁ তবে ।
বণিজ করিয়া মুঞি ঘরেত আইলুঁ
হরষিতে আপনার ঘরে চলি গেলুঁ ।
দেখিলুম একজন আসি মোর পুরী
প্রবেশ করিয়া বোলে মোর ঘরবাড়ি ।
ঘরে ঠাঁই না দেয় মোরে বোলে তুমি কন
গালি গিয়া মোহোকে খেদাএ সর্বক্ষণ ।
তোর ঘর মোর বাড়ি সব বোলে তার
মোর নারী তার বলি বোলে বারে বার ।

এই মোর নিবেদন শুন নরেশ্বর
তা সব ডাকিয়া আন তোমার গোচর।
তাহার গোহারী শুনি নৃপে আদেশিলা
তা সব্বারে আনিবারে নৃপে আদেশিলা।
নৃপতি আদেশ পাই দোসাধুএ যাই
ইষ্টমিত্র সঙ্গে সব আনিল ডাকাই।
আমীনের ইষ্টমিত্র দাসদাসীর স্থানে
আপনে পুছন্ত হবে আসাম রাজনে।
মায়ে বোলে এ-ই পুত্র ইব্লিসে দেখাই
ইছামতী বোলে এই আমার গোঁসাই।
দাসদাসীগণে বোলে ঠাকুর আমার
কথা হন্তে আসি বেটা করএ খাঁখার।
আমীনে বোলএ মুঞি বিবাহ করিয়া
তিন বৎসর হৈল গেলুঁ ডিঙ্গাতে চড়িয়া।
আসিয়া দেখিলুঁ এই কুশ্চিত আকার
এই বেটা বোলে ঘরবাড়ি সে আমার।[৭]
সঙ্গতি আমার আছে ডিঙ্গাবাসীগণ
তাহারে আনিয়া পুছ আসাম রাজন।
ডিঙ্গাবাসী সবে[৮] আনিয়া পুছিলা
সে সদাগর মিলি সবে কহিতে লাগিলা।
ইছামতী স্বামী আমীন নাম তার
ডিঙ্গাত্ত চলিয়া গেল সঙ্গতি আমার।
ইব্লিসে বুলিলা নৃপ শুন মন দিয়া
ইষ্ট মিত্র সব তুমি চাহ জিজ্ঞাসিয়া।
বিবাহ করিলুঁ হৈল এ তিন বৎসর
পুত্র এক হইয়াছে পরম সুন্দর।
নৃপতিএ দোহ জন করে নিরীক্ষণ
একহি সুরত দোহো একহি বরণ।
ইব্লিস আমীন কেবা চিনিতে নারিলা
তবে দোসাধুকে রাজা আদেশ করিলা।
সহস্রেক তঙ্কা লই করহ[৯] ঘোষণা

৭. সে যে নারীরে তাহার ৮. ডিঙ্গার সাধু সদাগর ৯. ফিরাও ১০. কোতোয়াল ডেওরা, ডেঙ্গারা

এ নারীর স্বামী চিনতে পারে যেইজন।

অহারে আনহ তুমি মোহোর গোচরে
আর পঞ্চ শত যে দিবাম তাহারে।
বহুল মান্যতা হৈব সভার ভিতরে
আর পঞ্চ শত রাজা দিব সত্বরে।
এ বুলিয়া দোসাধুএ ঢেঁটারা[১০] ফিরাএ
নগরে বাজারে গিয়া এমত বোলএ।
এ নারীর স্বামী চিনি দিতে যেবা পারে
এক সহস্র তঙ্কা আমি দিব তারে।
আর পঞ্চশত তঙ্কা রাজাএ তারে দিব
সভার ভিতরে তার বহু মান্য হৈব।
এ বুলিয়া কোতোয়াল ঢেণ্ডরা ফিরাএ
সাধুর তনয় তবে শুনি মুসা খাঁএ।
অস্তে ব্যস্তে তঙ্কা লৈলা সাধুর কুমার
কোতায়ালে লই গেল গোচরে রাজার।
নৃপে বোলে মুসা খাঁ সাঁচানি চিনিবা
এ নারীর স্বামী কোন্ নিশ্চয় কহিবা।
মুসা খাঁএ বোলে শুন নৃপ মহামতি
সপ্তদিনে চিনি দিব এ নারীর পতি।
এ বুলি মুসা খাঁ গেল আপনার ঘর[১১]
সহস্রেক তঙ্কা দিলা বাপের গোচর।
কথাত পাইলা পুত্র কহিবা যে তত্ত্ব
মুসা খাঁএ কহিলা সকল আদি অন্ত।
তবে মনে মনে চিন্তি সাধু কৈলা সার
বিখ্যাত পণ্ডিত হৈব[১২] আমার কুমার।
হেন কালে আমীন গিয়া মুসা খাঁর ঠাঁই

১১. এ বুলিয়া ঘরে গেল সাধুর কুমার। ১২. মহামন্ত্রী হইবেক

আপনার বৃত্তান্ত সব কহিল বুঝাই।
আমীনকে মুসা বোলে কি দিবা আমারে
তোর নারী লই দিব রাজার গোচরে।
আমীনে বোলন্ত কুড়ি তঙ্কা দিব আমি
আমার নারীরে যদি দিতে পার তুমি।
এ বুলি আমীন গেল আপনার স্থান
রাত্রিত ইব্লিস আইল মুসা বিদ্যমান।

আপনা বৃত্তান্ত সব ইব্লিসে কহিলা
ইব্লিসের ঠাঁই মুসা কহিতে লাগিলা।
আমারে কি দিবা বোল আএ মহাবর
তোর নারী লই দিব রাজার গোচর।
ইব্লিসে বোলন্ত সহস্র[১৩] তঙ্কা দিব আমি
যদি সে আমার নারী দিতে পার তুমি।
এ বুলিয়া সহস্র তঙ্কা দিল তারে
ইব্লিস চলিয়া গেল আপনার ঘরে।
এই মতে সপ্তদিন রাত্রি আসি যাই
সপ্ত সহস্র তঙ্কা দিল মুসার ঠাঁই।
মনে চিন্তি মুসা খাঁএ করিল নিশ্চএ
ইব্লিস এ বেটা হএ আমীন না হএ।[১৪]
মনুষ্যের শক্তিএ না পারে এথ ধন[১৫]
নানা স্থানে পাএ ধন ইব্লিস দুর্জন।[১৬]
এথ ভাবি মুসা খাঁএ মনে কৈলা সার
সপ্তদিন পরে গেলা রাজার গোচর।[১৭]
আমীনক পাছে করি দোসাধু লই গেল
ইছামতী সঙ্গে করি ইব্লিস আইল।

১৩. লক্ষ ১৪. জানি মনিস্য না হএ ১৫. এথ ধন দিব কোনে ১৬. ইব্লিস দেখি ধন নানান স্থানে আনে। ১৭. চলি গেলা রাজার দুয়ার/ পরে গেলা গোচরে রাজার

নৃপতি বুলিল শুন মুসা মহামতি
চিনাইয়া দেও মোরে এ নারীর পতি।
মুসা বোলে চিনিয়াছি শুন নরেশ্বর
এখন চিনাই দিব সবার গোচর।
এ বুলিয়া মুসা খাঁএ আনাই এক ঝারি
প্রবেশিতে যেই পারে তার এই নারী।
এথ শুনি আমীনেহ মনে মনে চিন্তে
ঝারির ভিতরে প্রবেশিব কোন্ মতে।
থাউক প্রবেশ অঙ্গ নারিব আঙ্গুল
এ বেটাএ নষ্ট কৈল সর্বকার্য মূল।
কুড়ি তঙ্কা মানিলাম তার ঘরে গিয়া
তথাপি কুশ্চিত বোলে সভাত আসিয়া।
ইব্লিসে মনে মনে ভাবিতে লাগিল

এক সহস্র তঙ্কা আমি তাকে দিল।
সেইধনে উপকার করএ আমার
ভাল উপায় কহে[১৮] সভার মাঝার।
থাউক যে একবার মুঞি সহস্র বার যাইমু
রাজার সাক্ষাতে আমি এ নারী পাইমু।
এ ভাবিয়া ইব্লিসে রাজারে প্রণামিয়া
ঝারির ভিতরে তবে প্রবেশ করিয়া।
মুখ দিয়া প্রবেশিয়া নালে দিয়া যাএ
নালে প্রবেশিয়া পুনি মুখে বাহির হএ।
তবে মুসা খাঁএ বোলে আএ বীরবর
ঝারির ভিতরে বসি কহত উত্তর।
বসিয়া উত্তর দিবা ঝারির ভিতর
নালে মুখে দুই ভিতে নাটিল সত্বর।

১৮ ভাল উপকার হএ

তা দেখিয়া ইব্লিসে বসিয়া ভিতরে
মুসা খাঁ মুসা খাঁ ডাকে উচ্চস্বরে।
মুসা খাঁ তার ডাকে সাড়া না দিল
ঝারিতে ডুবাই তবে ইব্লিসে মারিল।
সভার ভিতরে নিয়া সে ঝারি ভাঙ্গিলা।
কাল কাক মরি আছে সকলে দেখিলা।
আমীনে পাইলা তবে নারী ইছামতী
আপনার ঘরে গেলা প্রণামি নৃপতি।
মুসা খাঁরে রাজা বহুল প্রশংসিলা
আর পঞ্চ শত তঙ্কা নৃপে তারে দিলা।
মুসা খাঁরে মন্ত্রী করি থুইল আপনা নিয়ড়
শুনিয়া আনন্দিত হৈল খান সাধুবর।
কথদিন পাছে রাজা খান সাধুবর
পাকিল মাথার কেশ বৃদ্ধ কলেবর।
এ তিন পুত্ররে সাধু সপ্তডিঙ্গা দিয়া
বনেত প্রবেশ কৈলা তপসী হইয়া।
ইয়াদ [এঁবাদত] খাঁ পাইলা তিন ডিঙ্গা মনোহর
বণিজ করিতে গেলা মিসির শহর।
ডিঙ্গা ভাঙ্গি দুঃখ পাই সাধুর কুমার

মাগি মাগি খাএ জান প্রতি ঘরে ঘর।[১৯]
ইসমাইলের তিন ডিঙ্গা পাইলেক যবে
বণিজ্জ করিতে সেহ চলি গেল তবে।
ইসমাইল চলি গেল বোগদাদ দেশেতে
ডুবিলেক তার ডিঙ্গা পন্থেত যাইতে।
ব্যাধ কর্ম করি খাএ বোগদাদ শহরে
মনে দুঃখ পাএ দেখ সাধুর কুমারে।

১৯. নগরে বাজার।

ইসা খাঁএ পাএ এক ডিঙ্গা মনোহর
ইছা মাছ লৈয়া গেল আমীন শহর
বণিজ্জ করিয়া হৈল ধনের ঈশ্বর।
জ্যেষ্ঠপুত্র মুসা খাঁ যে সাধুর কুমার
রাজমন্ত্রী হই সুখ ভুঞ্জএ অপার।
এসব বৃত্তান্ত তার বাপে যে শুনিল
কথদিন পাছে তরে পরলোক পাইল।
দেখ দেখ যার যেই আছে কর্মভোগ
সেই মতে কর্মফলে ভুঞ্জে দুঃখ সুখ।
যার যেই কর্মফল ভুঞ্জিবে একাএ
কদাচিত আনমত নহে সর্বথাএ।
তেকারণে সোয়ামী আমি বুলি যে তোমারে
কর্মভোগ সংসারে কেহ এড়াইতে নারে।
কি কারণে আমি গিয়া কহিব তাহাকে
তোমা পুত্র বিভা দেও মোহোর কন্যাকে।
আমা কন্যা বিভা দেও তোমা পুত্র ঠাঁই
এ বোল বুলিতে কিবা আমা লজ্জা নাই।
এথ শুনি তার পত্নী বোলে পুনর্বার
কি বুলিবা হতবুদ্ধি স্ত্রীজাতি আর।
বিপদ হইলে লোকে সম্পর্ক ত্যাজে
শত্রু হৈতে মিত্র হএ বিরস সহজে।
তবু বিপদ হৈলে লোকে সম্পদেত যাএ
মিত্র আশ্রয়ে গিয়া একাল গোঞাএ।
শত্রুতে কহিতে কথা মনে বাসি লাজ
মিত্রতে কহিতে কথা তাতে কিবা লাজ।

## । দ্বিতীয় কাহিনী ।

### । জমকছন্দ ।

পূর্বে যে মিসির রাজ্যে দুই মিত্র ছিল
মিত্রের কারণে মিত্র মরণ ইচ্ছিল।
আবদুল করিমে তবে পুছিতে লাগিলা
তান পত্নী হেনমতে কহিতে লাগিলা।
মিসিরের রাজা জান আলি শাহা নাম
ফিরোজ খান নামে সাধু তথা অনুপাম।
সে সাধুর কন্যা এক অতি অনুপাম
খাণ্ডবতী করিয়া তাহার থুইল নাম।
দ্বাদশ বৎসর কন্যা সম্পূর্ণ যৌবনী
পড়িবার তরে দিলা মৌলানায়ে আনি।
মক্তবখানা বান্ধি দিল ঘরের সম্মুখে
মৌলানা পড়াএ কন্যা পড়ে মহাসুখে।
আলম খাঁ বুলিয়া নাম মৌলানা আছএ
জামাল খাঁ করিয়া জান তান শিষ্য হ্এ।[২০]
সে মক্তবে আসিয়া পড়এ জামাল খাঁএ
খলিফা করিয়া তারে দিলা মৌলানাএ।
একদিন সকল ছাবাল [ছাওয়াল] পড়াইতে
তথাত আইল কন্যা সবক লইতে।
হেনকালে গুরু গেল খয়রাত[২১] লইবার
আজ্ঞা দিল জামালে সে সবে সবক দিবার।
সবক লইয়া কন্যা পড়িতে লাগিল
কন্যারূপ দেখিয়া[২২] জামাল মূর্ছিত হৈল।
অস্তেব্যস্তে কন্যা তবে উঠিয়া সত্বরে
গোলাপের জল দিয়া জামালে শান্ত করে।
শান্ত হই জামালে যে চারিভিতে চাহে

২০. জালাল খাঁ নামে সে তাহার তনয়। ২১. ভিক্ষা ২২. কামভাবে মুর্ছিত হৈল জামাল। ২৩. চরিত্র।

তাহার লক্ষণ[২৩] দেখি পুছে সে কন্যাএ।
কি কারণে শিষ্যভাই হৈলা মুহুর্চ্ছিত
কিবা হেতু দুঃখ পাও কহত বিদিত।
মোর বাপ আছে জান ধনের ঈশ্বর

যেই মাগ সেই বস্তু দিবাম সত্বর।
দেখিয়া মোহোর মন হৈল বিমর্ষিত
সকল কহ ভাই পুরাম তুরিত।
প্রভুর শপথ মিছা না বোল বচন
কি কারণে মূর্চ্ছিত হৈলা এখন।
কিবা ধন জন কিবা কও আশ
ভাঙ্গিয়া কহত ভাই মরমে যে আশ।
তা শুনি জামাল তবে বোলন্ত বচন
শুনলো সুন্দরী তবে স্বরূপ কথন।
যদি পূরাইবা আশা/শর্ত কর তুমি
তবে সে ভাঙ্গিয়া কথা কহিবাম আমি।
শর্ত করি ভাই মোত ভাঙ্গি কহ তুমি
যেই মাগ সেই বস্তু দিবাম যে আমি।
বাপের শপথ যদি মায়ের মাথা খাই
রসুলের শপথ যে খোদার দোহাই।
নিশ্চিতে কহি আমি পূরাইব আশ
স্ত্রী পুরুষের সত্য কভু নহে নাশ।
এথ শুনি জামাল খাঁ বোলন্ত হাসিয়া
শুন লো সুন্দরী তুঞি কহিএ ভাঙ্গিয়া।
যেক্ষণে দেখিলুঁ তোমা মুখ সুবদন
তখনে হইল মোর কামের বেদন।
বেদন ঔষধ রতি ভুঞ্জ যদি তুমি [২৪]

২৪. এবে দান দেও শর্ত করিয়াছ তুমি। ২৫ গাও মোর তপ্ত। ২৬. তা শুনিয়া কন্যাত সচকিত হৈলা/ গদ গদ বাণী তবে কহিতে লাগিলা। ২৭. অপযশ হইবেক লোকের খাখার।

তবে সে খণ্ডিব ব্যাধি ভাল হৈব আমি।
অঙ্গ কম্প[২৫] হৈল মোর দুষ্ট কামবাণ
আলিঙ্গন দিয়া কন্যা রাখহ পরাণ।
আপনারে পণ্ডিত কন্যা কি বুলিব আর
আজু রাত্রি দান কর সুরতি শৃঙ্গার।
এথ শুনি বোলে কন্যা সচকিত হৈয়া[২৬]
কহিতে লাগিলা তবে কান্দিয়া কান্দিয়া।
না বোলহ শিষ্যভাই হেন অব্যভার

লোকেত অযশ হৈব কুলের খাখার।[২৭]
বিবাহ করিতে লাগে যথসব ধন
তথ ধন দিব আমি না বোল বচন।
শুনিয়া জামালে বোলে করিয়া কাকুতি
আর হেন না বুলিও শুনহ যুবতী।
এখনে করিলা সত্য পূরাইতে আশ
সত্য ভঙ্গ হৈলে হএ নরকেত বাস।
এথেক শুনিয়া কন্যা বোলে আরবার
শিষ্যভাই হই তুমি বোল অব্যভার।
ভাইয়ের সম্মুখে ভগ্নী মাতৃর সমান
লোকেত অযশ হৈব শুন গুণবান।
তবেহ জামালে বোলে শুন সুবদনী
তুমি যে আমার বোল কথাত ভগিনী।
আহ্মি মৌলানার তুমি সাধুর নন্দিনী
কেমতে হইবা তুমি আমার ভগিনী।
প্রতিজ্ঞাহ ভঙ্গ কৈলা শুনহ সুন্দরী
দিবাম পুরুষ বধ তোমার উপরি।
এ বুলিয়া জামাল খাঁ কাটারি ধরিয়া
গলেত ভেজাইল পুনি মরিতে বুলিয়া।
অস্তে ব্যস্তে কন্যা তবে হস্তেত ধরিয়া
কহিবারে লাগিলেন্ত নিঃশ্বাস ছাড়িয়া।
অরে রে মৌলানা জাতি তোর বুদ্ধি নাই
তোর মোর বিভা হোক কহম বাপের ঠাঁই।
জামালে বোলএ কন্যা এ বোল তোমার
মনেত প্রত্যয় কিছু না হএ আমার।
আহ্মি ত মৌলানা জাতি খাই ভিক্ষা করি
আমারেহ বিভা দিব সাধুর কুমারী।
আর না বুলিও কন্যা মোহোরে ভাণ্ডিয়া
নিশ্চয় মরিমু আমি তোমা বধ দিয়া।
মনে চিন্তে কুমারী কি হৈল দৈবগতি
পুরুষের বধী হৈলে হৈব নরকে বসতি।
কি করিমু কথা যাইমু মোর কর্মদোষ
কি পাপে ঠেকিলুঁ মুঞি বিধি হৈল রোষ।

এথেক ভাবিয়া কন্যা বোলএ কুমার
আমিহ করিলে বাপে কি বলিব আর।
এখানে করহ যদি রতির শৃঙ্গার[২৮]
রজস্বলা হৈলে হৈব কুলের খাঁখার।
কথদিন ধৈর্য ধর শুন মহাজন
বিভা হৈলে তোর মোর হৈব মিলন।
তবে সে জামালে বোলে কন্যার যে ঠাঁই
তোমার বচনে আমি[২৯] প্রত্যয় না পাই।
এখনে মোহোরে তুমি দেও আলিঙ্গন

২৮. অখনে ভুঞ্জিএ যদি সুরতি শৃঙ্গার। ২৯. যথা বোল কন্যা আমি ৩০. তবে সে জানিএ সত্য তোমার বচন।

তবে সে প্রত্যয় পাই সে সব বচন।[৩০]
এথেক শুনিয়া কন্যা আলিঙ্গন দিলা
জামাল সন্তোষ হই কহিতে লাগিলা।
এই মতে প্রতিদিন যদি তোমা দেখি
তবে সে রহিব প্রাণ শুন চন্দ্রমুখী।
এ চন্দ্রবদন যদি না দেখাও তুমি
কুমুদ যে সর্বথাএ না জীবাম আমি।
এ হেন কবুল করি শর্ত করিলেক
প্রতিদিন তোর মোর দেখা হইবেক।
এ বুলি ঘরেত চলি গেলেক মৌলানা
হেনমনে প্রতিদিন আইসে সে কন্যা।
রাত্রি দিবা চিন নাই আসে সর্বক্ষণ
পড়িবার ছলে আসি দেন্ত আলিঙ্গন।
ফিরোজ খাঁ সাধুএ যদি পাইল খবর
জামালে পড়াএ কন্যা প্রাণ সমসর।
দুয়ারী প্রহরী কেহ মানা না করেক
রাত্রিদিন জামালক আসিবারে দেউক।
হেনমতে কথ দিন যদি গএ গেল
আরদিন জামালও যে রাত্রিত আইল।
জামাল আসিল শুনি কন্যা অস্তে ব্যস্তে
কিতাব লৈয়া আইল সবক লইতে।
প্রহর এক রাত্রি যদি সে হইল
চতুর্দিকে লোক সব নিদ্রাতে পড়িল।

। পরিতাল ছন্দ।

হেন কালে আসামের রাজা মহাশএ

|   |
|---|
| ৩১. চকি রূপ ধরি রাত্রি বেড়াএ সকল, ৩২. নিঃশব্দে থাকিআ সব শুনিলা রাজন। |

নিশাচর রূপ[৩১] ধরি ঘরে ঘরে যাএ।
কন্যার টঙ্গির কাছে আইল ততক্ষণ
নির্জনেত থাকি কথা শুনন্ত রাজন।[৩২]
কন্যা স্থানে জামালে যে করএ কাকুতি
আজি রাত্রি ভুঞ্জ কন্যা শৃঙ্গার সুরতি।
শুন শিষ্যভাই তুমি ধৈর্য ধর চিতে
সপ্তদিন আছে মাত্র বিবাহ হইতে।
এ বুলিয়া কন্যা তবে মুখে মুখ দিয়া
আলিঙ্গন দিল কন্যা বুক বাঝাইয়া।
জামালে সন্তোষ হই হরষিত চিতে
টঙ্গিতে হোন্তে নামিলেক ঘরেত যাইতে।
তবে ধরিলেক চকি রূপেত রাজাএ
কথা যাও জামাল তুমি বোলহ আমাএ।
তবে জামালে বোলে এ কন্যার ঘরে
আইলুম সবক দিয়া কন্যা পড়াইবারে।
তবে চকিরাজাএ[৩৩] হাসে খল খল
আমারে ভাণ্ডিতে চাহ মৌলানা বর্বর।
এখনে দেখিল আমি নয়ন গোচর
কন্যা সঙ্গে রঙ্গ ঢঙ্গ টঙ্গির ভিতর।
কার্য নষ্ট কৈলি চোরা পড়াইবার ছলে
রাজার সাক্ষাতে নিয়া তোরে দিব শালে।
প্রভাত হৈলে তোরে রাজাক দেখাইমু
দক্ষিণ মশানে নিয়া শালে তুলি দিমু।
তুমি কিনা জান বেটা এ রাজ্যের রাজন
পরস্ত্রী কন্যা সঙ্গে পাএ যেই জন।
কাটিয়া মারএ কিবা শালেত বিঁধএ

|   |
|---|
| ৩৩. তবে নিশাচির জনে |

এসব বৃত্তান্ত তুমি না জান মৌলানাএ।
সহজে মৌলানা জাতি কঠিন তোর হিয়া

সত্বরে জামিন দেও যাইবে চলিয়া।
এথ শুনি জামালে যে কান্দিলা বিস্তর
হেন অপকর্ম কেনে করসি বর্বর।
মৌলানা হৈয়া তুমি বেড়াও ঘরে ঘর
লজ্জা ভয়ে তার মনে না আইসে উত্তর।
জামিন দিবারে গেলা বাপের গোচর
তার বাপ আলাম খাঁএ ভৎসিল বিস্তর।
তুমি যে মৌলানা মাগি খাও ঘরে ঘর
সাধু কন্যা লই কেনে কর পরদার।
হেন ছার বুদ্ধি তোরে দিল কোন জন
জামিন দিবারে তুমি যাও আন স্থান।
এ পুত্র মরি গেলে মোর ভাল হৈব[৩৪]
কর্মেত থাকিলে আর পুত্র জনমিব।
এ বুলিয়া তার বাপ ঘরে সামাইল
কান্দিতে কান্দিতে বড় ভাইর কাছে গেল।
জালাল খাঁ নামে জান তার জ্যেষ্ঠ ভাই
ক্রুদ্ধ হৈয়া গালি পাড়ে ঘরে না দেয় ঠাঁই।
অরে রে বর্বর তুঞি কল্লি অপকর্ম
বাপ তোর জামিন না হৈল জানি মর্ম।
কদাচিত আমি তোর জামিন না হৈব
তুমি ধাইলে তবে আমার মরণ হৈব।
না থাক না থাক এথা শুনরে বর্বর
এ বুলিয়া সামাইল আপনার ঘর।
ভাইর বচন শুনি বোলএ জামাল

৩৪. এ পুত্র থাকিলে মোর কিবা হিত হৈব।

চল চল চকিদার যাই ততকাল।
কামাল খান নামে মোর আছে মিত্রবর
তার বাড়ি লই যাও নিকট সত্বর।
এ বুলিয়া লই গেল কামাল খাঁর স্থান
মিত্রকে দেখিয়া বোলে আইস বিদ্যমান।
এথা রাত্রে লই মিত্র কেনে চকিদার
ভাঙ্গিয়া কহত মিত্র কি সাধ তোমার।
জামালে বোলন্ত কহি শুন মিত্রবর

সাধু ঘরে গেল আমি কন্যা পড়াইবার।
কন্যা পড়াইয়া মুঞি আসিতে রাত্রিতে
এ চকিদারে মোরে ধরিল পন্থেতে।
প্রভাত হৈলে মোরে রাজাক দেখাইব
স্ত্রীচোরা বুলি মোরে শালেত চড়াইব।
যাবতে প্রভাত হএ জামিন দিবার
তেকারণে আসিয়াছি ঘরেত তোমার।
তা শুনিয়া কামাল খাঁএ বোলন্ত বচন
জামিন হৈব আমি যাবত জীবন।
জামিন দিয়া চকি-রাজা বাহির হৈলা
অলক্ষিত হই পুনি শুনিতে লাগিলা।
জামালে বোলন্ত শুন মোর নিবেদন
যে কন্যার লাগি মোর হইব মরণ।
সে কন্যা দেখিয়া মুঞি আসিব এখন
কামাল খান মিত্রে বোলে মহাশয় শুন।
থাক কিবা যাও তুমি তার দায় নাই
তোমা হেন মিত্র লাগি যদি মরি যাই।
তবু না বুলিব আমি আইস মিত্রবর
জামালে বোলন্ত কন্যা দেখি আসিব সত্বর
এ বুলি জামাল গেল কন্যা যথা আছে
রাজ চকিদার তবে গেল পাছে পাছে।
চকি বেশ ধরি তবে মিসিরের রাজন
অলক্ষিতে রহি শুনে যথ বিবরণ।
জামাল আসিল কন্যা শুনিল খবর
তুরিতে টঙ্গিতে আইল হৈয়া ফাঁফর।
কহ মোর আশেক কহত খবর
কান্দি কান্দি জামাল লাগিল কাহিবার।

## । বিলাপ ।

। পরিতাল ছন্দ । রাগবসন্ত ।

কান্দিয়া বোলএ বোল চক্ষের পড়এ জল
শুন শুন কন্যা সুবদন
কি মোর করম দোষ বিধি হৈল মোরে রোষ

বুঝি নাহি তাহার কারণ।

শুন লহ সুন্দরী    কেনে দুঃখ পাসরি

শুনহ মোর নিবেদন

এ দুষ্ট কামের শর    দগধএ কলেবর

পুনি মোর সহন না যাএ।

দেখি তোর যৌবন    মদন মোহিত মন

শুন শুন আএ চন্দ্রমুখী

ক্ষেণকে না দেখি তোরে    রহিতে না পারি ঘরে

হেনমত সদায় তোমা দেখি।

এথা হন্তে চলি যাইতে    চকিদারে পাইল পন্থে

আমারে ধরিয়া বোলে চোর

মারি পঞ্চ বাড়ি পাত্র    বোলে চোর আমাএ

জামিন দেও যাই সত্বর।

সাধু কন্যা খাও লই    পরদার কল্লি তুই

শুন আয় মৌলানা বর্বর

প্রভাত হৈব যবে    রাজাত দেখাইব তবে

শালে দিব বোলে রাজ প্রভাতে।

শুনিয়া তাহার বাণী    কাম্পএ মোহোর প্রাণি

মুখে মোর না আইসে উত্তর

জামিন দিবারে তারে    গেলাম বাপের ঘরে

বাপে মোরে ভর্শ্চিলা বিস্তর।

জালাল খান জ্যেষ্ঠ ভাই    গেলাম তাহার ঠাঁই

সেহ গালি পাড়এ আমাএ

কামাল খান আছে নাম    মিত্র মোর অনুপাম

তবে গেলুঁ তাহার যে ঘর।

আমার কারণ শুনি    কামাল খান মিত্র মণি

আপনে জামিন হইল ভাই

চকিদার গেল যবে    মিত্ররে বোলাই তবে

দেখিতে আইলুঁ তোর ঠাঁই।

প্রভাত হইবে যবে    মরণ হইব তবে

তোর মোর আর দেখা নাই

তোর হৈল শর্ত ভঙ্গ    না পাইল চিঙ্গারঙ্গ

ভাঙ্গিয়া কহিলুঁ তোর ঠাঁই।

তবে বোলে খাণ্ডবতী    শুনল যে মহামতি
এথ দূর হৈল কার পাপ
এ বুলি কুমার ধরি    গলে গলে মিলামিলি
করিলেন্ত বহুল বিলাপ।
তুমি নিরঞ্জন খোদা    সংসার করিলা পয়দা
তমি প্রভু ত্রিভুবন সার
স্ত্রীর যে ব্যবহার    রতি সুখ শৃঙ্গার
ইহার যে না পাইলুঁ মুই।

। জমক ছন্দ।

তবে বোলে খাণ্ডবতী শুনল গোঁসাই
তুমি বিনে আমার জিইবার কার্য নাই।
আমার কারণে যদি তোমার হেন গতি
আমিহ মরিব তবে তোমার সঙ্গতি।
যেক্ষণে রাজাএ তোমা দেওন্ত শালে
অশ্বেত চড়িয়া আমি যাইমু সে কালে।
এইক্ষণে তুমি আমি যদি ভুঞ্জি রতি
অসিনানে [অস্নানে] হইব নরকে বসতি।
এখনে করিতে স্নান এথা জল নাই
কেমতে অস্নান রহ মিত্র ঘরে যাই।
প্রভুএ তোমাতে যদি রাখে এ করার [অঙ্গীকার]
আমা সনে তুমি তবে ভুঞ্জিবার শৃঙ্গার।
অথাত তোমার মিত্র বিলম্ব দেখিয়া
না জানিয়া মনেত কিবা বোলএ ভাবিয়া।
তা শুনিয়া জামালে যে বোলএ বচন
সত্যই হইবা যদি সঙ্গতি মরণ।
তোমারে যে আমি বোল কেমতে চিনিব
তবে সেহ খাণ্ডবতী কহিতে লাগিব।
আর সবে পিন্দিবেক রাঙা আর ধোপ
আমার পৈরন কালা জানিও স্বরূপ।
কালা ঘোড়া কালা জোব্বা পুরুষের বেশ
এই মতে যাইব আমি চিনিতে বিশেষ।
এই শর্ত করিলেক তারা দুইজন

কোলাকুলি করি দুই কন্যা আলিঙ্গন।
কুমার কুমারী যথ করুণা উত্তর
গোপতে থাকিয়া কথা শুনে রাজেশ্বর।
তবেত জামাল গেলা সেই মিত্র ঘর
কামাল খান মিত্র তবে পুছিলা খবর।
কি কারণে গেলা মিত্র আইলা কি কারণ
ভাঙ্গিয়া কহত মিত্র সে সব বচন।
জামাল বোলন্ত শুন আএ মিত্রবর
জামিন নিমিত্ত চলি আইলুঁ সত্বর।
কামালে বোলন্ত মিত্র মিছা কহ কথা
তোমার জামিন আমি না হৈয়াছি এথা।
এ বুলিয়া দুই মিত্র করিলা ভোজন
গলাগলি করি তবে খাটেত শয়ন।
কামালের 'চালে' রাজা রুমাল এড়িয়া
আপনা পুরীত রাজা গেলেন্ত চলিয়া।
আপনা পুরীত তবে গিয়া নৃপবর
শ্রেষ্ঠ কোতোয়াল ডাকি কহিলা সত্বর।
আমার রুমাল যার চালের উপর
তাহাত মাগিয়া চোর আনহ সত্বর।
এ বুলিয়া নৃপ তবে গেলেন্ত অন্তর
কোতোয়াল নিয়োজিল যথা আছে চোর।
তবে কোতোয়াল যাই প্রতি ঘরে ঘরে
দেখএ রুমাল কামালের চালের উপরে।
একজনে দেখি রুমাল ডাকে সর্বজনে
কামালের চাল হোন্তে নিলা ততক্ষণে।
[হেনকালে কোতায়াল রাজাস্থানে আসি
নামাজ গুজারি হেন তসবি জপে বসি।]
রাত্রি উজাগর জামাল নিদ্রা অচেতন
তেকারণে কামাল একসর বসিছেন।
কোতোয়াল বোলে আয় গৃহস্থ সুন্দর
জামিন হৈল চোর দেওত সত্বর।
কামালে বোলএ সে গৃহস্থ নিদ্রা যাএ
আমি চোর হই জান চল সর্বথাএ।

তা শুনিয়া দোসাধুএ কামালে নিয়া যাএ
তার পত্নী তার পুত্র বেড়িয়া কান্দএ।
কান্দনার রোল শুনি জামাল উঠিলা
তুমি সব কেন কান্দ বুলি জিজ্ঞাসিলা।
তা সভানে বুলিলেন্ত তোমার কারণ
কামালক লই যাএ দোসাধুর গণ।
তা শুনিয়া জামাল যে চলিল ঝাটাই
ধাই গিয়া কহিলেন্ত দোসাধুর ঠাঁই।
শুন কোতোয়াল সব কহি যে তোমারে
আমি চোর, আসি কেনে নেও গৃহস্থরে।
কামাল বোলন্ত শুন দোসাধুর গণ
আমি চোর হই তাক নেও কি কারণ।
জামাল বোলন্ত শুন কোতোয়ালগণ
স্বরূপে শুনহ তুমি আমার বচন।
রাত্রিতে আসিয়া তানে জামিন যে দিয়া
স্বতান্তরে আসি আমি ঘরেত সুতিয়া।
কামালে বোলএ সত্য এ বচন নহে
আমি চোর হই তুমি জানিও নিশ্চএ।
এ বুলিয়া দুইজনে কোন্দল করিয়া
রাজার হুজুরে তবে মিলিল আসিয়া।
নৃপতি দেখিয়া চোর জামালে চিনিলা
কামাল মনেত হবে বিমর্ষিত হৈলা।
নৃপতিএ আদেশিলা দোসাধুর ঠাঁই
ঢেণ্ডরা ফিরাও তুমি নগরেত যাই।
স্ত্রীচোর পাইয়াছি শালেত ধরিয়া
এ রাজ্যের লোক সব দেখহ আসিয়া।
একেরে করিলে শাস্তি দেখি আনজন
কেহ হেন কর্ম যেন না করে কদাচন।
তা শুনিয়া দোসাধুএ বোলে ডাক দিয়া
শালেত মারএ চোর দেখহ আসিয়া।
ঢেণ্ডরা ফিরাই সবে চলিলা সত্বর
দেখিতে চলিলা ফিরোজ খান সাধুবর।
তা শুনিয়া খাণ্ডবতী কান্দিলা বিস্তর

কাল পাগ মাথে বান্ধে দেখিতে সুন্দর। [লিখিতং শ্রী মাং আলি]
কাল জামা পরি তবে পেটিকা কোমরে
কালা আবরণ সব গায়ের উপরে।
কালা খেলখা গলে শোভে কালা পৈরণ গাএ
কালা বোরখা মুখে শোভে কালা নেপুর পাএ।
কালা জপমালা হাতে কালা অশ্ব চড়ি
চলি আইল খাণ্ডবতী কালা আষা ধরি।
চিনিতে না পারে কেহ বোরখার কারণ
এই মতে চলি গেলা রাজার ভবন।
যেখানে কৃপিছে শাল চোর মারিবার
আসিয়া কহিল কন্যা গোচরে তাহার।
পঞ্চ তোলা বিষ কন্যা হস্তেতে লৈয়া
জামালের শালেত দিল খাইতে বুলিয়া।
যথাত কৃপিছে শাল চোর মারিবার
রহিলেত কন্যা গিয়া সে শালের আড়।
পুরুষের বেশ ধরি বিবিধ সাজন
কলা যেন বুঝিতে না পারে কোনজন।
আর সব লোকে চোর লাগল চাহিতে
রাজার নজর যাএ কন্যার নিরীক্ষিতে।
তবে নৃপ আজ্ঞা দিলা কোতোয়াল স্থানে
শালে দেও চোর নিয়া দক্ষিণ পয়ানে।
দোসাধু সকলে নৃপতি আজ্ঞা পাই
ধরিলেন্ত চোর শালে দিবারে লই যাই।
জামালে বোলন্ত চোর লই যাও আমারে
শালে চড়াও মোরে সবার গোচরে।
কামালে বোলে শুন দোসাধুরগণ
শালে নিয়া দেও মোরে যমের সদন।
তবেহ জামালে বোলে দোসাধুর ঠাঁই
আগে মোরে শালে দেও খোদার দোহাই।
কামালে বোলএ তবে ভকতি করিয়া
আল্লার দোহাই মোরে আগে দেও নিয়া।
পুনর্বার জামালেহ করিয়া ভকতি
রসুলের শপথ মোরে দেও শীঘ্রগতি।

পুনিহ কামালে বোলে করিয়া বিনএ।
রসুলের দোহাই লাগে দেওত নিশ্চএ।
দোহ জনে চোর বলে মারিমু কাহারে
নিশ্চএ করিয়া প্রভু কহত আমারে।
জামালে বোলএ কোতোয়াল মহাশএ
আমি চোর দেও নিয়া শালেত নিশ্চএ।
এই যে আমার মিত্র কামাল সুন্দর
আমি জামিন দিলাম যাই তার ঘর।
তা শুনিয়া দোসাধু দুইজনেরে ধরি
শালের নিকটে নিল পেলিবারি।
এথ শুনি কোতোয়াল চলিল তুরিত
দুই জনে বোলে চোর একি বিপরীত।
কেবা চোর কেবা সাধু চিনিতে নারিয়া
রাজারে কহিল গিয়া ভূমি চুম্ব দিয়া।
চিনিতে না পারি নৃপ কেবা চোর সাধু
বোলে চিনাইয়া দেও মোরে অনাথের বন্ধু।
দুসাধুর স্থানে তবে বুলিলা রাজনে
কোন্ চোর কোন্ সাধু চিনিব কেমনে।
দোনো জনে নিয়া দেও শালের উপর
কেহ আগে পাছে কেহ পাঠাও যমঘর।
হেনকালে কামালে বোলএ ততক্ষণ
মোরে আগে শূলে দেও যাউক জীবন।
এ বুলিয়া দুইজনে শাল কাড়াকাড়ি
মনে মনে হাসে রাজা বিক্রমে কেশরী।
খাওবতী কন্যাএ দেখিয়া দুইজন
আর কেহ নহি জানে বিনি সে রাজন।
রাজা বোলে ফিরোজ খাঁ সাধুর ঠাঁই
কাল অশ্বে কোন সোয়ার চিনহ যাই।
সাধুবর কাছে গিয়া নিরিক্ষি চাহিলা
বোরখার কারণে সাধু চিনিতে নারিলা।
সাধুবরে যাইয়া কহিলা নৃপতিরে
কথা হোন্তে আসিয়াছে না চিনি তাহারে।
পুনর্বার নৃপতিএ কহিলা সাধুবরে

উতারিয়া পাগড়ী[১] বুলিলা চাহিবারে।
নৃপতি আদেশে সাধু যাই পুনর্বার
পাগড়ী উতারি[২] দেখে কন্যা আপনার।

১.ও ২. বোর খা ঘুচাইয়া।

লজ্জাএ বিকল সাধু মুখে রাও নাই
প্রণাম করিয়া পুন বোলে নৃপ ঠাঁই।
খাণ্ডবতী নামে এই মোর কন্যাখানি
কেমতে আইল এথা বৃত্তান্ত না জানি।
তা শুনিয়া রাজা হাসে খলখল
রাত্রির বৃত্তান্ত যথ কহিল সকল।
জামালেত কন্যা বিভা দেও মহাশএ
তার সনে কুটুম্বিতা করিতে জুয়াএ।
এথেক শুনিয়া সাধু মানিলা বচন
জামালের স্থানে সাধু কন্যা কৈলা দান।
কামাল খাঁরে রাজা বহুল প্রশংসিলা
মহামন্ত্রী করি তারে আদর করিলা।
জামাল খাঁরে নৃপতি প্রসাদ কৈলা দান
হস্তী ঘোড়া কথ আর দিলা বহু দান।
খাণ্ডবতীরে দিলেক বহু আভরণ
মহামন্ত্রী করি তারে রাখিলা রাজন।
দুই মিত্র দুই পাত্র রাজার সভাত
আদর করিয়া থুইল রাখার সাক্ষাত।
এইমত পুস্তক পড়এ যেই জন
তাহার আপদ প্রভু করএ খণ্ডন।
সৈয়দ ইব্রাহিম পীর রূপে পঞ্চবাণ
হীন মর্দানে কহে কামাল বাখান।
[লেখিতং শ্রী আচমত আলি শাইন শা]

## । আবদুল করিম-আবদুল নবী সাক্ষাৎ।

। পাঞ্চালী ছন্দ। জমক ছন্দ।

দেখ এক মিত্র লাগি তার মিত্র গিয়া
মরিবারে গিয়াছিল সভাত চলিয়া।
তকারণে কহি আমি শুন প্রাণেশ্বর

শর্ত করিয়াছে বোল তোমার গোচর।
শর্তের কারণে কন্যা বিবাহ করাইব
দুঃখের কারণে তার আশ্রয়ে গোঞাইব।
তাহান পত্নী যদি এমত কহিল
মনে মনে আবদুল করিম চিন্তিতে লাগিল।
আছুক পত্নী কিবা শত্রু যদি কহে
ভাল উপদেশ হৈলে তারে করিতে জুয়াএ।
এথ ভাবি আবদুল করিম সাধুবর
কহিবারে নবী-ঘর চলিলা সত্বর।
ময়লা বসন পরি ভাঙ্গা টুপি শিরে
ভাঙ্গা ছাতা তুলি লৈলা কান্ধের উপরে।
লাঠিগুটি লই হাতে যাএ ধীরে ধীরে
প্রবেশিলা আবদুল নবী সাধুর ঘরে।
বসিয়াছে আবদুল নবী খাটের উপর
চারি ভিতে বসি আছে সাধু সদাগর।
আবদুল করিম যাই হরষিত চিতে
সালাম আলেক দিয়া বৈসে একভিতে।
শির তুলি দেখি আবদুল করিমের মুখ
হেট মাথা করি সাধু হইলা বিমুখ।
পুছিলেন্ত আবদুল নবী সাধু মহাবর
কি কারণে আসিয়াছ আমার গোচর।
আবদুল করিমে তবে বুলিলা বচন
শর্ত করিয়াছ তুমি আছে কি স্মরণ।
নবী বোলে কি শর্ত করিয়াছি তোমা সনে
ভাঙ্গিয়া যে কহ তুমি নাহি মোর মনে।
তুমি আমি গেল যদি মৃগয়া করিতে
তথাত করিলাম বসি শর্ত দুই মিতে।
তুমি যে বুলিলা মোর গর্ভবতী নারী
আমিহ বুলিলুঁ তবে গর্ভবতী স্তিরি।
তখনে বুলিলা তুমি যদি পুত্র হএ
আমা কন্যা হৈলে বিভা দিবারে নিশ্চএ।
হেন শর্ত কৈলা তুমি অরণ্যে যাইতে
এখনে পুত্রকে বিভা দেও কন্যা সাথে।

আবদুল করিমে যদি এমত বুলিলা
ক্রুদ্ধ হই আবদুল নবী কহিতে লাগিলা।
তা শুনিয়া আবদুল নবী অতি ক্রুদ্ধমন
গালি দিতে লাগিলেন্ত কঠোর বচন।
কোন্ কালে মিত্র আমি করিছি তোমারে
হেন অকথন কহ সভার মাঝারে।
সেবকের সম তুমি হইএ সমান
তোর কন্যা বিভা দিতে বোলহ অজ্ঞান।
তোমা হোন্তে বড় বড় সাধু যে উত্তম
তারারে না দেখি আমি ধনে জনে সম।
সেবকের সম তুমি ধনে না হইছ সমান
তোর কন্যা বিভা দিতে লাগে অপমান।
দুঃখিত জনেরে দুঃখ দিতে না জুয়াএ
এথেক ধৈর্যতা ধরি আছম সর্বথাএ।
আন জন হৈত যদি করিতুঁ লাঘব
হেনবাক্য কহে যেন দিতুঁ পরাভব।
চারিভিতে বসিয়াছে সাধু সদাগর
চলি যাও আএ বেটা আপনার ঘর।
তা শুনি করিম সাধু হৈলা বিষণ্ন বদন
সভা হোন্তে উঠিয়া চলিলা এতক্ষণ।
তবে সাধু মহামতি চিন্তে মনে মনে
কহিবারে গেলুঁ মুঞি নারীর বচনে।
হতবুদ্ধি নারী জাতি হিতাহিত নাই
যুক্তি দিয়া পাঠাইল কুমিত্রের ঠাঁই।
এ বুলিয়া সাধু তবে দুঃখ ভাবি মন
রাজার মসজিদে চলি গেলা ততক্ষণ
মসজিদে গিয়া সাধু বসি এক স্থান
কি কৈলুঁ কি কৈলুঁ বুলি চিন্তে মনে মন।
ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্তিরি জাতির বোল শুনিয়া
কুমিত্রের স্থানে মুঞি গেলুম চলিয়া।
কেনে মুঞি এথা আইলুঁ কিবা কৈলুঁ কথা
সালাম আলেক দিলুঁ না তুলিল মাথা।
কি কৈলুঁ কি কৈলুঁ মুঞি আপনা খাইলুঁ

আপনার দোষে মুঞি এথ লজ্জা পাইলুঁ।
হা হা বিধি তুমি মোরে কেনে হেন কৈলা
মনুষ্য গোচরে মোরে এথ লজ্জা দিলা।
যুবক কালের দুঃখ সহন না যাএ
বৃদ্ধকালের দুঃখ শরীরে না সএ।
যুবককালে সুখ দিলা বৃদ্ধ কালে দুখ
কিবা দোষে প্রভু মোরে ফিরাইলা মুখ।
এই ভাবি মনে মনে চিন্তে সাধুবর
হেনকালে মসজিদে আইল রাজেশ্বর।
সে রাজ্যের রাজা নাম হএ নুরুদ্দিন
ফকিরের রূপ ধরি ফিরে প্রতিদিন।
ফিরিতে ফিরিতে রাজা মসজিদে আইলা
প্রবেশিয়া মসজিদে চাহিতে লাগিলা।
কেহ কেহ বসিয়াছে করিয়া সমাজ
কেহ কলিমা পড়ে কেহ বা নামাজ।
কেহ তপ করে বসি কেহএ ধ্যান
কেহ যে পড়িতে আছে কিতাব কোরান।
কেহ প্রসঙ্গ কহে কেহ বা শুনএ
কেহ ভাঙ দারু খাই প্রভুরে ধেয়াএ।
যার যে খোশ হালে বসিছন্ত সর্বজন
দেখে কোণে বসিয়াছে চিন্তিত একজন।

**। আবদুল করিম-নুরুদ্দীন সম্বাদ।**

চিন্তা মন দেখি রাজা পুছে তান পাশ
উত্তর না দিয়া সাধু ছাড়এ নিঃশ্বাস।
ফকিররাজাএ বোলে শুন সাধুবর
মনে মনে চিন্ত কেনে না দিয়া উত্তর।
উত্তর না দিয়া সাধু হএ আন মুখ
ফরিয়া ফরিয়া রাজা আইসএ সমুখ।
পুনর্বার জিজ্ঞাসএ হাসি নরনাথ
ফিরি ফিরি পুছে রাজা নাহি পাএ বাত।
শাস্ত্র নাহি পড় কিংবা না জান শুদ্ধি

বিপদ হৈলে লোকে লএ শত্রুর বুদ্ধি।
এহেন বচন কহে শাস্ত্রের ভিতর
শাস্ত্র নাহি জানে কেবা আএ সাধুবর।
তা শুনিয়া সাধুবরে অতি ক্রুদ্ধ মনে
ঝাঁঝি দিয়া কহে কথা তুমি পুছ কেনে।
স্ত্রী পুত্র ঘরবাড়ি নাহি ধন জন
তুমি কেনে জানিবা সে পরের বেদন।
ঘরে ঘরে মাগি খাও নাহি স্থান স্থিত
তোমাতে কহিলে দুঃখ কি হৈব খণ্ডিত।
তা শুনি ফকিরে বোলে শুনহ বচন
চিন্তা যে করিলে দুঃখ না হএ মোচন।
তোমা মনে কিবা দুঃখ ফকিরে পুছিলা
নিঃশ্বাস এড়িয়া সাধু কহিতে লাগিলা।
আবদুল নবী নামে আছে সাধুবর
তার সঙ্গে মিতালি মোর ছিল বহুতর।
একদিন দুই মিত্র বসিয়া থাকিতে
তার পুত্র মোর কন্যা বিবাহ করাইতে।
শর্ত করিল মোরা দোহ জনে সেই দিন
পরে সে বাড়িল ধনে আমি হৈলুঁ দীন।
বিধির নিবন্ধ জান না হএ খণ্ডিত
দিনে দিনে আমি জান হইলুঁ দুঃখিত।
আমার হইল দুঃখ সে বাড়িত যাই
তার পুত্র আর ঠাঁই বিভা দিতে চাহে।
যুক্তি যে করিল আমি নারী সনে ঘরে
কুবুদ্ধি কহিল মোরে গিয়া কহিবারে।
কহিলাম তার ঠাঁই তার ঘরে গিয়া
বহু গালি দিল মোরে দুঃখিত দেখিয়া।
নিবেদিতে চাহি নাহি মুঞি একসর
তেকারণে মনে চিন্ত মসজিদ ভিতর।
কি করিমু কথা যাইমু বিষ যে খাইমু
আনলেত ঝাম্প দিমু জলে কি মজিমু।
এথাত মরিমু কিবা আপনা হানিয়া
ঘরেত মরিমু কিবা গলে দড়ি দিয়া।

এমত যদি সে সাধু কহিল বচন
খলখল হাসি তবে বুলিলা রাজন।
তোর কন্যা রূপবতী সৃজি নিরঞ্জন
অবশ্য সৃজিছে পতি তাহার কারণ।
পক্ষীহ সৃজিয়া প্রভু সৃজিছে পক্ষিনী
পুরুষ সৃজিয়া প্রভু সৃজিছে কামিনী।
পূর্বে যেন গরীব হাসান [হোসেন] একজন
ব্যাঘ্র হাতে কন্যা দিয়া পাইল বহুধন।
কেমতে পাইল ধন সাধুএ পুছিলা
নুরুদ্দীন ফকিরে যে কহিতে লাগিলা।
সৈয়দ ইব্রাহিম পীর সর্বকলা সার
হীন মর্দানে কহে রচিয়া পয়ার।

## । তৃতীয় কিস্‌সা ।

। মালশীরাগ ।

সোলেমান রাজা ছিল পৃথিবী ভিতরে
তখত যে আছিল তান মিসির শহরে।
মৌলানা হোসেন নামে সে রাজ্যে বসতি
কন্যা এক ছিল তান অতি রূপবতী।
বিবাহ দিবারে কন্যা তার নাহি ধন
নির্ধন দেখিয়া তারে না চাহে কোনজন।
কন্যার সম্পূর্ণ যৌবন হৈল দেখিয়া
মনে মনে বহু দুঃখ পাএ বিমর্ষিয়া।
আর দিন পত্নী সঙ্গে যুক্তি সে করিয়া
পয়গাম্বর স্থানে গেল কহিতে বুলিয়া।
শুন আএ মহাশয় রসুল আল্লার
নিবেদন করি আমি গোচরে তোমার।
আমিত মৌলানা জাতি তোমা রাজ্যে থাকি
পৃথিবীতে নাহি কেহ আমি হেন দুঃখী।
এক কন্যা আছে মোর অতি অনুপাম
নুরবিবি করিয়া থুইছি তান নাম।
বিবাহ দিবারে চাহি ধন মোত নাই
নির্ধন দেখিয়া মোরে না মিলে জামাই।

স্বরূপ উত্তর প্রভু দেও যে আমারে
এ কন্যা বিভা দিমু বোলহ কাহারে।
হাসিয়া বোলএ তবে রসুল আল্লার
এখনে মৌলানা তুমি চলি যাও ঘর।
কালুকা প্রভাত হৈলে আওয়াল ফজরে
প্রথমে যাহারে দেখ তোমার দুয়ারে।
তাক কন্যা বিভা দিবা হইয়া নির্ভয়
এমত কহিল আমি জানিও নিশ্চয়।
এথ শুনি মৌলানাএ বন্দিয়া চরণ
আপনার ঘরে গেলা হরিষত মন।
আপনা নারীত সব কহিলা ভাঙ্গিয়া
লোক হোন্তে অলঙ্কার আনিলা মাগিয়া।
সেই অলঙ্কার সব পরাই কন্যারে
জামাই আসিব করি চাহন্ত বাহিরে।
সেই নিশি বহি গেল প্রভাত সমএ
বৃদ্ধ ব্যাঘ্র এক আসি দুয়ারে আছএ।
মৌলানা হোসেন দেখি হৈলা বিস্মিত
ব্যাঘ্র এক আসিয়াছে একি বিপরীত।
মনুষ্য আসিব করি জানোঁ এই ঠাঁই
কথা হন্তে আসিয়াছে ব্যাঘ্র যে জামাই।
যে হৌক সে হৌক যে করে আল্লাএ
ব্যাঘ্র হস্তে দিব কন্যা খাএ কি লই যাএ।
নুরবিবিকে তবে অলঙ্কার সহিতে
মৌলানা আনিয়া দিল সে ব্যাঘ্র হাতে।
তবে ব্যাঘ্র সে কন্যারে কান্ধে তুলি লৈয়া
সেইক্ষণে গেল চলি অরণ্যে চলিয়া।
গলাগলি করি কান্দে মৌলানা মৌলানী
কথা নিল কন্যা ব্যাঘ্রে খাএ কি না জানি।
আবাল কালে বাড়াইলুঁ দুগ্ধভাত দিয়া
যৌবন কালেত দিলু বাঘেরে সমর্পিয়া।
এই বুলিয়া দুইজনে কান্দে উচ্চস্বর
আর নি দেখিমু কন্যা নয়ান গোচর।
কান্দনা শুনিয়া গ্রামী আইল প্রভাতে

পড়শীএ অলঙ্কার মাগিল তাহাতে।
মৌলানা বোলএ শুন জ্ঞাতি সব
ব্যাঘ্র হোন্তে অলঙ্কার আনিয়া সে দিব।
এথ শুনি হাসি বোলে যথ গ্রামীগণ
ব্যাঘ্র হোন্তে অলঙ্কার আনিবা এ কেমন।
হেন ছার বুদ্ধি তোরে দিল কোন্‌জন
ব্যাঘ্র হস্তে কন্যা তুমি কৈলা সমর্পণ।
এথ শুনি মৌলানাএ হৈলা মুহুশ্চিত
চৈতন্য পাইয়া কান্দে পড়িয়া ভূমিত।
তার নারীএ বোলে কান্দিয়া কান্দিয়া
এথা কিবা কর যাও কন্যা উদ্দেশিয়া।
এথ শুনি মৌলানাএ অস্তে ব্যস্তে উঠি
ধীরে ধীরে চলি যাএ হস্তে লই লাঠি।
কিছু যে সঞ্জোগ্ নৈলা অঞ্চলে বান্ধিয়া
কন্যা উদ্দেশিয়া যাএ অরণ্যে চলিয়া।
কন্যা লাগি যাইতে তবে মনে মনে চিন্তে
১. সরোবরে ২. পক্ষীবর দেখিতে যে অতিহ সুন্দর।
জামাই কারণে বস্তু পাইমু কথাতে।
হেনকালে এক মৃগ ভাঙ্গি চারি ঠেঙ্গ
অরণ্যেত পড়ি আছে হইয়া যে লেঙ্গ।
মৃগ দেখি সেই ক্ষণে জবেহ করিয়া
মৃগ মাংস সব লৈল অঞ্চলে বান্ধিয়া।

## । চার আশ্চর্য অভিজ্ঞান।

### । রাগ বড়ারি।

অরণ্যে চলিয়া যাএ কন্যা যথা আছে
দেখে এক তরুতলে[১] পক্ষী পড়ি আছে।
হৃষ্টপুষ্ট বড় পক্ষী দেখিতে চকোর[২]
দুই পাখে লেখা জান কোরান অক্ষর।
রত্তনের আঁখি পক্ষী চক্ষু জমরুদের
নীলা কষা বরণ অঙ্গ অতি মনোহর।
আল্লার কালাম লেখা সুবর্ণ আকার
দেখিলেন্ত মৌলানাএ করএ আহার।

মৌলানা হাসান [হোসেন] দেখিয়া বিস্মিত
দেখিতে উত্তম পাখী একি বিপরীত।
আর কথ দূর গিয়া দেখে নদীর কূল
দেখে দুই দিকে পর্বত আকাশ সমতুল।
দেখে এক পর্বত নদীত ভাঙ্গি পড়ে
সমুদ্রের বালু আর পর্বতেত চড়ে।
যে পর্বত ভাঙ্গে সে ভাঙ্গি ভাঙ্গি যাঁএ
সে পর্বতের বালু উঠি অতি উঞ্চ হএ।
আশ্চর্য দেখিয়া আর গেলা কথদূর
দেখে তিন পুষ্কর্ণী হই এক সুর।
এক ভিতের জল গিয়া আর ভিতে পড়ে[৩]
মধ্যের পুষ্কর্নী জল টুটেক না ঝরে।
এ আশ্চর্য দেখি তবে গেল কথ দূর
বৃক্ষ এক দেখি তলে বসিলা সত্বর।
এড়িলেক মাংস ভার ভূমির উপর
মাংসে মাংসে জড়াজড়ি করএ বিস্তর।
এ চারি আশ্চর্য দেখি মৌলানা হোসেন
প্রত্যক্ষে দেখিল কিবা নিদ্রাতে স্বপন।[৪]
পুনর্বার কান্ধে তুলি নৈল মাংসভার
প্রবেশ করিল গিয়া অরণ্য মাঝার।
দেখে এক বৃক্ষ তলে আর কথ দূরে
বসি আছে তার কন্যা ঘাটের উপরে।
কন্যা দেখি মনে মনে হৈলা আনন্দিত
কন্যার সম্মুখে গিয়া বসিল তুরিত।
ব্যাঘ্র বসিয়াছে দেখিলেন্ত কথ দূর
ব্যাঘ্র বোলে কি কারণে আসিল ঠাকুর।
মনুষ্যেরে না দিয়া কন্যা ব্যাঘ্র হস্তে দিলা
আর কেনে কন্যা তুমি চাহিতে আসিলা।
মনুষ্য পাইলে ব্যাঘ্র খাএ সে ধরিয়া
হেন ব্যাঘ্র হস্তেত কন্যাকে সমর্পিয়া।[৫]
এথ শুনি বুলিলেন্ত মৌলানা হোসেন
কহি শুন ব্যাঘ্র তুমি মোর নিবেদন।
ধন নাই দেখি কন্যারে কেহ না করে বিয়া

তে কারণে রসুল স্থানে চাহিলুম পুছিয়া।
হুকুম করিলা তবে সোলেমান নবীবর
প্রভাতে যাহারে দেখ দুয়ারে তোমার।
তানে তুমি কন্যা দিবা দান অবিচারে

৩. পুনির পানি আসি আর পুনিতে পড়ে ৪. অপরূপ যেহেন কি দেখিল স্বপন। ৫, কোন্ জনে দিছে কন্যা ব্যাঘ্র হাতে নিয়া।

তেকারণে কন্যাদান করিছি তোমারে।
রহিতে না পারি আমি কন্যা না দেখিয়া
তেকারণে এথা আমি আইল চলিয়া।
আসিতে পন্থেত চারি আশ্চর্য দেখিলুঁ
চিন্তাযুক্ত হই মুঞি এথাত আসিলুঁ।
কেমন আশ্চর্য বুলি ব্যাঘ্রে তারে জিজ্ঞাসিল
মৌলানা হোসেন তবে কহিতে লাগিল।
এক পক্ষী দেখিলাম পন্থেত আসিতে
কোরানের লেখা তার আছে দুই পাখাতে।
সম্পূর্ণ কোরান লেখা সুন্দর আকার
কি কারণে করে পক্ষী নাচিজ আহার।
আর দুই পর্বত যে নদীর কিনারে
এক পর্বত ভাঙ্গি পড়ে সমুদ্র মাঝারে।
সমুদ্রের বালু আর পর্বতেত যাএ
বাড়িতে বাড়িতে পুন পর্বত যে হএ।
আর তিন পুষ্কর্ণী যে দেখিতে সুন্দর
দুই দিকের পুনিতে যে জল বিস্তর।
এহি ভিতের জল আসি ওহি ভিতে পড়ে
দক্ষিণ পুনি হতে জল বাম পুনিতে পড়ে।
মধ্যের পুনিতে এক কোটা নহি পড়ে।
এহারে দেখিয়া আমি কথদূরে গেল।
বৃক্ষ দেখি তার তলে সত্বরে বসিল।
হরির মাংস আনি তোমা দিব করি
ভূমির উপরে মাংস করে জড়াজড়ি।
এসব দেখিল আমি পন্থেত আসিতে
এসব বৃত্তান্ত ভাঙ্গি কহত আমাতে।
এথ শুনি ব্যাঘ্র তবে কহিতে লাগিলা

শুনহ মৌলানা তুমি যথেক দেখিলা।
প্রথমে দেখিলা পক্ষী কুশ্চিত আকার
কলি যুগে হইবেক হেন অনাচার।
কোরান পড়িয়া মোল্লা আলিমেরগণ
ব্যাধ নাম ধরি মদ পিব সর্বক্ষণ।
যে সকল লোকে মদ লুকাইয়া খাএ
বেড়ার ভিতরে যেন কুমুর বিষ্ঠা খাএ।
সে সকল লোকে আল্লাকে না ডরাএ
মদ বেচে মদ রান্ধি যে সকলে খাএ।
এই তিন জনে জান নরকেন্তে যাঁএ
এই দোষে জান লোক নরকেত যাএ।
ক্ষুধার্ত হৈলে খাইতে পারএ শূকর
সুরা খাইলে ভিহিস্তে না যাইব নর। [লিপিকর: লিখিত মাহাম্মদ ছিরাজ]
আছুক খাইব মদ অঙ্গেতে লাগিলে
কিবা মদ্যপের সঙ্গতি কেহ বসিলে।
শাস্ত্রে বোলে অপবিত্র সে হৈব তুরিত
চল্লিশ দিনের আয়ু কমিব নিশ্চিত।
একদিন মাতাল সঙ্গে খাইলে ভাত
ফিরিস্তা চল্লিশদিন না হএ সাক্ষাত।
হারাম বুলিয়া যারে কহিলা আল্লাএ
মুসলমান হৈয়া যেবা পাপ বস্তু খাএ।
আউয়ালে আখেরে তার ইমান হারাএ
প্রভু শক্রু যে সেই জানিবা নিশ্চএ।
আর যে দেখিলা দুই পর্বত সুন্দর
সমুদ্রের বালু উঠি হএ যে ডাঙ্গর।
যার ধন আছে জান পর্বত সমতর
বাড়িতে বাড়িতে হএ সেই সে ঠাকুর।
যে পর্বত দেখিলা ভাঙ্গিয়া যে যাএ
ধনহীন জনে জান বহু দুঃখ পাএ।
আর যে দেখিল তুমি পুষ্কর্ণী যে তিন
দুই দিকে সম্পূর্ণ মধ্যেত জলহীন।
যাতে ধন আছে তার ধনী সঙ্গে মেলা
নিধনীর সঙ্গে ধনী না করএ খেলা।

ধনী নিধনী সঙ্গে না করে বেহাইয়ালা।
আর যে দেখিলা মাংস করে জড়াজড়ি
ভ্রাতৃ সঙ্গে ভ্রাতৃএ করিব মারামারি।
বাপেরে মারিয়া পুত্র রাজ্য কাড়ি লৈব
ধনলোভে কোন জনে ভ্রাতৃকে বধিব
কলিযুগে হৈব জান হেন অবেভার
এ চারি কহিল ভাঙ্গি এ চারি প্রকার।
এথ শুনি হোসেন হৈল হরষিত
মৃগের মাংস দিলা ব্যাঘ্রের বিদিত।
মাংস খাই ব্যাঘ্র তবে সন্তোষ হইলা
মৌলানা হোসেন ঠাঁই কহিতে লাগিলা।
আমি হই ব্যাঘ্র জাতি মনুষ্য দায় নাই
তোমা কন্যা নিয়া বিভা দেও আন ঠাঁই।
এই চারি জাহেলা সম্পূর্ণ আছে ধন
তারে নিয়া খাও তুমি যাবত জীবন।
এ বুলিয়া ব্যাঘ্র তবে বনে দিলা লুক
মৌলানা হোসেন তবে মনে পাইল দুখ।

১. আন ২. এই স্থান ৩. বাপে মিত্র যথ পারে আনিল বহিয়া। ১. আবদুল করিম তুমি না করিও ধন্ধা ২. কন্যালাগি পতি সৃজিয়াছে খোদা।

কন্যা দেখিবারে আইলুঁ দেখিলুঁ আশ্চর্য[1]
স্বপনে দেখিলুঁ কিবা দেখিলুঁ প্রত্যক্ষ।[2]
এখনে আছিল ব্যাঘ্র গেল কোন্ ঠাঁই
যাকে যে করিব সেই করএ গোঁসাই।
এথ ভাবি চারি জাহেলার ধন লৈয়া
আপনার কন্যা লৈলা সঙ্গতি করিয়া।[3]
হরষিত মনে গেলা আপনার ঘরে
বিপিনের বৃত্তান্ত যথ কহিলা পত্নীরে
দেখিয়া শুনিয়া মন হৈল হরষিত
দানধর্ম কৈলা বহু সিরনিও যথ।
বহু হরষিত হৈলা মৌলানা হোসেন
সহস্র প্রণাম করম পীরের চরণ।
সেই ধন পাই মৌলানা ধনী হৈল যবে
কন্যা বিভা করাইতে আসিল যে সবে।

মৌলানা হোসেন তবে পাত্র পাইয়া
নুর বখশের পুত্র সনে দিলা নুর বিবির বিয়া।
দেখ সাধু যার যেই নিবন্ধ লিখন
খণ্ডাইতে তাকে না পারে কোন জন।

।খর্ব ছন্দ ।জমক ছন্দ।

এ কারণে তুমি চিন্তা না করিও মনে১
তোমা কন্যার পতি সৃজিছে নিরঞ্জনে।২
আমি ত ফকির জাতি ভিক্ষা করি খাই
ফকিরে আসিয়া বোলে মৌলানার ঠাঁই।
ঋণ কড়ি ডরে আমি রাত্রিতে বেড়াই।
তেকারণে পালাই আসিছি তোম ঠাই।
কদাচিত যদি দিনে আমি ভিক্ষা করি
ঋণদারে পাইলে মোরে নিব বন্দী করি।
জামাই না পাই যদি মনে দুঃখ পাও
তোমার নাসিরা কন্যা মোক বিভা দেও।
কন্যাএ খাটিব আর আমার মাগনে
ঋণ ধার শুধিব তবে দুইজনের ধনে।
এথেক শুনিয়া সাধু বুলিলা হাসিয়া
তোমারে করিব দান যদি কর বিয়া।
ফকির জামাই বোলে চল যাই ঘর
তোমার যে ঘরবাড়ি দেখাও সত্বর।
এথ শুনি সাধুএ ফকির সঙ্গে লৈয়া
আপনার ঘরবাড়ি দেখাইল নিয়া।
ভাল দিন হৈলে যে আসিবাম এথা
এ বুলিয়া চলি গেলা আপনা স্থান যথা।
আবদুল করিম যদি ঘরেত আইলা
ভক্তি করি তার পত্নী পুছিতে লাগিলা।
পত্নী বিনয় করি পুছে করজোড়ে
কি বোল বুলিল তোমা সাধু মিত্রবরে।
অবল স্তিরি জাতি তোতে বুদ্ধি নাই
তুমি মোরে পাঠাইলা কুমিত্রের ঠাঁই।

আমা বাক্য শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া বর্বরে
যথেক ভর্শ্চিল মোরে মুখেত না সরে।
এ কারণে ফকিরের সঙ্গে করিছি দড়াই
দুহিতারে বিভা দিতে ফকিরের ঠাঁই।
এথ শুনি তার পত্নী কান্দিতে কান্দিতে
আপনার সোয়ামীর স্থানে লাগিলা কহিতে :
সহজে ফকির জাতি মাগে ঘরে ঘর
নারী পুত্র এড়িয়া বেড়াএ দূরান্তর।

|৩. দুহিতা। ৪. গুণের যেসার ৫ পঞ্চালি পয়ার।|

ধনজন গৃহকর্মে তার নাই মন।
ভাঙ দারু খাইয়া ঝুরএ সর্বক্ষণ।
দুষ্ট ফকির জাতি দয়া নাই চিতে
তার ঠাঁই চাহ প্রভু কন্যা বিভা দিতে।
কার পুত্র কার নাতি না চিন জাতিকুল
হীনজাতি হৈলে লজ্জা পাইবা বহুল।
সাধুএ বোলএ তবে শুনহ সুন্দরী
ফকিরেত কৈলুঁ শর্ত লঙ্ঘিতে না পারি। [ লেখিত মাং ছিরাজ]
যাহার নিবন্ধ যেই সেই মত পাএ
বিধাতার নিবন্ধ জান খণ্ডন না যাএ।
পূর্বে এক রাজপুত্র নসিরত শাহা
ভিক্ষুক দুঃখিত[৩] নারী করিলেক বিহা।
কেমতে করিলেক বিহা রাজার কুমারে
সে সব বৃত্তান্ত প্রভু কহ যে আমারে।
সৈয়দ ইব্রাহিম পীর গুণে বিচক্ষণ[৪]
হীন মর্দানে কহে সাধুর বচন।[৫]

। রাগ কূহ। যমক ছন্দ।
বোগদাদ দেশের রাজা মুচুকুন্দ শাহা
তাহার তনয় নাম নসিরত[১] শাহা।
যুবক হইল যদি কুমার দেখিয়া
মনে মনে চিন্তে রাজা করাইতে বিয়া।
আবদুল আলিম জান তান পাত্রবর
আয়শা নামে তান কন্যা পরম সুন্দর।

সে কন্যার সঙ্গে জান নিবন্ধ হবে বিহা
খবর পাইল পুত্র নসিরত শাহা।
তা শুনিয়া যুবরাজ ক্রোধগত হৈলা

১. নছির।

মনে মনে বাপেরে বহুল ভর্ৎসিলা।
বাপের সুপুত্র হই পাত্ররে সেবিয়া
হেন কোন্ ছারে তারে কন্যা করে বিয়া।
যে হৌক সে হৌক মোরে প্রভুএ যে করে
এ রাজ্য এড়ি আমি যাইমু দেশান্তরে।
এথ ভাবি যুবরাজ সেই রাত্রিকালে
অশ্বে চড়ি বিপিনেত প্রবেশে তৎকালে।
যাইতে যাইতে তবে গেলা কথদূর
দেখে এক বৃদ্ধ বসি আছে একসর।
তরুতলে বসি আছে বৃদ্ধ মহামতি
মাথেত দস্তুর শোভে হাতে শোভে পাতি।
সমুখে দোয়াত কলম আছে পত্র লিখিবার
একেক পুরুষ আর স্ত্রীর নাম লেখে পত্রমাঝার।
হস্তেত কলম লই লেখে বৃদ্ধবর
আল্লার হুকুম আছে তাহার উপর।
স্তিরি পুরুষের লেখা একত্র করিয়া
পত্রেত লেখিয়া পেলে একত্র করিয়া।
এ আশ্চর্য দেখিয়া কুমার গেল তার কাছে
সালাম আলেক দিয়া বসিলেক পাছে।
আএ বৃদ্ধবর তুমি কি কর বসিয়া
জলে পেলাও কেনে দুই নাম লিখিয়া।
তা শুনিয়া বৃদ্ধ বলে শুন কহি সার
আল্লার ফিরিস্তা আমি শুনহ কুমার।
এথ বুলি বৃদ্ধ তারে লাগিল কহিবার
আমিত লিখি জান হুকুম আল্লার।

১. বগদাদ শহরে আছে মুচুকুন্দ রাজন/ তাহার যে পাত্র জান আবদুল আলিম নাম।

এক পুরুষ আর স্তিরি একজনা
তাহাক লিখিএ আমি নিবন্ধ দুজনা।

এথ শুনি কুমারে যে বুলিলা বচন
কার কন্যা লেখিয়াছ আমার কারণ।
তা শুনিয়া বৃদ্ধ বোলে শুনহ কুমার
তুমি কোন্ জন আমি না চিনি তোমার।
এথ শুনি পরিচয় দিল আপনার
মুচুকুন্দ শাহা রাজা জনক আমার।
নসিরত শাহা করি আমার নাম হএ
কোন্ স্ত্রী লেখিয়াছে বোল মহাশএ।
তা শুনিয়া ফিরিস্তাএ হাসিয়া বোলএ
তোমার বাপের পাত্র হএ আলিম নাম।[১]
তাহার সমুখে এক আছএ মোকাম।
সে মোকামে এক ভিক্ষুক দুহিতা
জুনুদ তাহার নাম হইতে তোমার বনিতা।
দুজনা করিছে খোদা হৈতে তব নারী।
এথ শুনি কুমারে করিলা কটুবাণী
কহিতে লাগিলা বৃদ্ধে হস্তে ধরি পুনি।
শুন বৃদ্ধ মহাশয় আমার বচন
বহু ধন দিব আমি লেখ আঁন জন।
এথেক শুনিয়া বৃদ্ধে হাসিয়া বুলিলা
আমা হতে নাহি জান আল্লা যে কৈলা।
তা শুনিয়া কুমার ক্রুদ্ধ বহু হৈয়া
বৃদ্ধেরে কাটিতে চাহে খড়গ হাতে লৈয়া।
তা দেখিয়া ফিরিস্তাএ তথা লুক দিলা
মনে মনে কুমারহ চিন্তিতে লাগিলা।
বাপে বিহা দিতে চাহে পাত্র কন্যা সনে
দেশান্তরী যাই আমি কিসের কারণে।
ফিরিস্তাএ বোলে মোরে হুকুম আল্লার
ভিক্ষুক কন্যার সনে যোজনা আমার।
আল্লার নিবন্ধ নসিরা সনে বিহা হৈবেক
চাহিতে জুয়াএ সেই খুঁজিতে ভিক্ষুক।
এথ ভাবি কুমার ফিরিলা ততক্ষণ
এথাত কুমার নাই শুনিয়া রাজন।
সৈন্য সঙ্গে লই রাজা পুত্র অন্বেষণে

প্রবেশে অরণ্য মাঝে খুঁজে সৈন্যগণে।
দেখে এক তরুতলে কুমার আছএ
সবে বোলে পুত্র আছএ মহাশএ।
অতি শীঘ্র গেল রাজা বৃক্ষের তলে
বহু সন্তাপ করি রাজা পুত্রে লৈয়া কোলে।
অটবী প্রবেশ কৈলা কিসের লাগিয়া
পুছিতে লাগিলা রাজা পুত্রে কোলে লৈয়া।
কিকারণে অরণ্যেত বসিছ আসিয়া
তবে যুবরাজে বোলে কান্দিয়া কান্দিয়া।
পাত্রকন্যা চাহ তুমি আমা দিতে বিয়া
তেকারণে আমি যাই বিদেশে চলিয়া।
বাপের যে পাত্র পুত্রের সেবক হএ
হেন কন্যা কোন্ ছারে করে পরিণএ।
তেকারণে যাই বাপ দূর দেশান্তর
ফিরিয়া যাইতে বোল কিসের অন্তর।
এথ শুনি নৃপে তবে বোলন্ত হাসিয়া
তবে কেনে পুত্র মোরে না কৈলা ভাঙ্গিয়া।
রাজার কুমারী আমি পাই যেই কুলে

২. খাজুলি

তোমারে বিয়া করাইমু সেই কালে।
এ বুলিয়া রাজা তবে পুত্র সঙ্গে লৈয়া
আপনার ঘরে আইল হরষিত হৈয়া।
আর দিন কুমার যে অশ্বে আরোহিয়া
মোকামেত গেলা কন্যা চাহিতে বুলিয়া।
দেখন্ত কুমার তবে নয়ান গোচরে
এক ভিক্ষুক কন্যা মোকাম বাহিরে।
গায়েত খোস-পাঁচড়া[২] পিন্দন ভাঙ্গা কানি
লেখাজোখা নাই তার মাথার উকুনি।
ধূলাএ ধূসর গাএ কুশ্চিত আকার
ঠাঁই ঠাঁই ঘাও অঙ্গে দেখএ অপার।
মেদিনীরে শয্যা করি শুই নিদ্রা যাএ
তা দেখিয়া কুমারের ঘৃণা লাগে গাএ।
হাহা প্রভু নিরঞ্জন মোরে কি করিলা

আঁমার লাগিয়া প্রভু এ নারী সৃজিলা।
মোর স্তিরি হেন কেনে কৈলা বিলক্ষণ
আমাকে ভাল সুন্দর সৃজিলা কি কারণ।
মোর নাগি হেন কেনে করিলা কুশ্চিত
ভালে ভাল জোড় প্রভু দিবারে উচিত।
আমি যদি এ নারীকে করিএ নিধন
আর নারী নিবন্ধ করিব নিরঞ্জন।
এথ ভাবি আর রাত্রি কুমার আসিয়া
দেখএ ভিক্ষুক কন্যা আছএ সুতিয়া।
কৃপাণের ঘাত মারি উদর উপর
কুমার ধাইয়া গেল আপনার ঘর।
উহু উহু করি কন্যা চিক্কারি ছাড়িলা
মোকামের ফকির সব জাগিয়া উঠিলা।
বাতি জ্বলিয়া সবে চাহে শীঘ্র করি
রক্তে বিলুলিত হৈছে উদর যে ফাড়ি।
এথ দেখি ফকির সবে কহে পাত্রের ঠাঁই
শুনিয়া আবদুল আলিম আইল ঝাটাই।
কি হৈল কি হৈল বুলি পুছে পাত্রবর
এ কর্ম করিল যে সে কেমন বর্বর।
মাগিয়া খাইয়া থাকে মোকাম ভিতরে
গায়ে ফোঁড় মারিলেক কেমন বর্বরে।
তবে সে পাত্রবরে বৈদ্য আনাইয়া
বহু ধন দিল ভাল করিতে বুলিয়া।
ধন বহু পাই বৈদ্য তুষ্ট হৈল মনে
ঔষধ যে দিয়া ভাল কৈল কথ দিনে।
আল্লাএ না মারে যারে কে পারে মারিতে
নিরঞ্জনে সৃজিয়াছে তাহারে নিমিত্তে।
মারিয়া চাহিলা কন্যা না হৈল নিধন
আল্লার নিবন্ধ জান না যাএ খণ্ডন।
যথ বদ লহু ছিল নিকলিয়া গেল
খাজুলি পাঁচড়া অঙ্গ নির্মল হইল।
তবে পাত্রে আনি সেই ভিক্ষুক কুমারী
সব দাসীর উপরে করিল অধিকারী।

অন্তস্পুরে থাকি তবে ভিক্ষুক কুমারী
দিনে দিনে হৈয়া গেলা পরম সুন্দরী।
দিনে দিনে আদর বাড়িল পাত্র মনে
বেটি বুলি ডাকিলেক আর কথ দিনে।
আয়শা নামে মোর আছএ দুহিতা
তুমিত জুনদ কন্যা মোর বড় সুতা।

১. স্বাপা ২. স্বাপা। ৩. চাকরের ৪ চাকরে।

শাহা যে পাগল কন্যা কি কমু কথন
দ্বাদশ বৎসর কন্যা সম্পূর্ণ যৌবন।
ধনরত্ন বস্ত্র যথ পাত্রেত আছিল
সে কন্যার স্থানে পাত্র সব সমর্পিল।
আদর করিয়া বহু দিলা অলঙ্কার
আপনার আয়শার করিল সমসর।
অবশেষে ভিক্ষুক কন্যা নিয়া পাত্রবর
দুই কন্যা থাক তোরা টঙ্গির উপর।
দুই কন্যা এক সঙ্গে শয়ন ভোজন
টঙ্গিতে বসিয়া নিত্য পাশা[১] যে খেলন।
আর দিন এক স্থানে সেই দুই কুমারী
টঙ্গিতে বসিয়া খেলন্ত পাশা[২] মারি।
সেই দিন নৃপসুতে চৌগান খেলিতে
নজর পড়িল গিয়া সে কন্যা ভিতে।
পুছিবারে লাগিলেন্ত পাত্রের[৩] ঠাঁই
একত্রে বসিয়া খেলে কার কন্যা দুই।
তবে পাত্রে[৪] বোলে এই আবদুল আলিমের বাড়ী
সেই দুই কন্যা তান পরম সুন্দরী।
জ্যেষ্ঠ জনুদ নাম কনিষ্ঠ আয়শা নাম
সেই দুই কন্যা খেলে তোমাত কহিলাম।
মনে মনে চিন্তে কুমার নসিরাত শাহা
এমত কুমারী কেনে না করিএ বিহা।
যাওহে সত্বরে রাজাত কহ গিয়া
জনুদ কন্যারে বোল আমা দিতে বিয়া।
যদি সে জনুদ কন্যা না দেয় পরিণএ
অরণ্যে প্রবেশ পুনি করিব নিশ্চএ।

চরে গিয়া সেই ক্ষণে রাজাঁত কহিলা
শুনিয়া নৃপতি তবে সন্তোষ হৈলা।
সেইক্ষণে নৃপতি পাত্রে একা ডাকিয়া
কহিবারে লাগিলেন্ত ঈষৎ হাসিয়া।
তোমার জনুদে পুত্র করিবেক বিহা
তা শুনিয়া পাত্রবর আলিম করি
বিভার আয়োজন করে আপনার পুরী।
মনে চিন্তে পাত্রবর বিধির ঘটন
ভিক্ষুক নারীর সনে কুমার যোজন[৫]।
যে হৌক যে হৌক এ আল্লার ফরমান
যৌতুক দিমু বিভাএ কন্যার সমান।
যথেক সম্পদ থুইছি আয়শার লাগি
সে সব সম্পদ দিমু জনুদকে ভাঙ্গি।
তবে সে রাজার পুত্র নসিরত শাহা
ভিক্ষুক জনুদ কন্যা করিলেক বিহা।
আর দিন খেলা খাএ হরষিত মন
হাস পরিহাস করি খেলে দুইজন।
খসিয়া পড়িল কন্যার গায়ের বসন
দেখিলা কন্যার গাএ ঘায়ের নিশান।
কুমারে বোলে কন্যা কহ স্বরূপ কাহিনী
'তোমার গায়ে দেখি এ কিসের নিশানী।
[যদি সে না কহ কাটি করিমু দুই খান]
এথ শুনি কন্যা তবে কাম্পে থরথর
এহার বৃত্তান্ত তোমা কহম সত্বর।
এই যে পাত্রের দেখ আছএ মোকাম
মাগিয়া খাইয়া মুঞি তথা নিদ্রা যাম।
একজন আমারে রাত্রিত আসিয়া

৫. দোজন

গাএ ঘাত মারিলেক অলক্ষিত হৈয়া।
এসব বৃত্তান্ত শুনিয়া পাত্রবর
বৈদ্য ডাকিয়া ঔষধ করি অনিলেন্ত ঘর।
কন্যা বুলি থুইল আমারে হে রাজন
মোর ভাগ্য ফলে তোমার পাইল চরণ।

এসব বচন যদি কহিল কন্যায়
মনে মর্মে কুমারে বোলএ হায় হায়।
এ শুনিয়া বোলে শুন যার যে নিবন্ধনা
তাহারে খণ্ডাইতে পারে কোন্ জনা।
শুন কহি যার যেই নিবন্ধ লিখন
তাহাকে মিলায়ন্ত প্রভু নিরঞ্জন।
সৈয়দ ইব্রাহিম পীর গুণের তপন
হীন মর্দানে কহে সাধুর বচন।

। **আবদুল করিম ও রাজা নুরুদ্দীন** ।
। রাগ বেলাবলী। বেলোয়ারী।

হেনমতে দিন গেল আইল আর রাত্রি
সে রাতিতে আইল ফকির মহামতি।
'হক হক' করিয়া বুলিল তিনবার
অস্তে ব্যস্তে সাধু তবে নিকলে বাহির।
তৃণগাছি বিছাইয়া ফকির বসিয়া
কহিবারে লাগিলেন্ত ঈষৎ হাসিয়া।
স্বরূপ উত্তর দিও না কহিও মিছা
তোমার কন্যা মোক পুনি বিভা দিবা সাঁচা।
সত্য সত্য বুলি সাধু বোলন্ত তখন
হেন অবেভার কেনে বোলন্ত রাজন।
একেরে করিয়া শর্ত আনে কেনে দিব
আমা হন্তে অধম পাপী সংসারে হৈব।
তা শুনি ফকির রাজা হরষিত চিতে
সহস্রেক তঙ্কা নিয়ে দিল সে সাধুর হাতে।
তঙ্কা দিয়া গেল রাজা আপনার পুরীত
তঙ্কা পাই সাধুবর হৈল হরষিত।
একশত তঙ্কা ভাঙ্গি তোলাইলা ঘর
নবশত তঙ্কা লৈয়া করে সদাগর।
একে দুই দুইএ তিন পাঁচে আর ছএ
এই মতে বণিজেতে ধন বাড়ি যাএ।
আর দিন রাজা তবে আসি সাধু ঘরে

আর সহস্রেক তঙ্কা দিলা সাধু তরে।
সেই ধন দিয়া কিনে দাসদাসীগণ
এই মতে সাধুর যে বাড়ি যাএ ধন।
আর দিন রাজা তবে আসিয়া রাত্রিতে
আর দুই হাজার যে দিলা সাধুর হাতে।
আর দিন ফকির আসি সাধুরে আর বার,
মাণিক্য রতন দিলা নানা অলঙ্কার।
হেনমতে বারে বারে আসিয়া রাত্রিতে
ফকিরে দিলেন্ত ধন সাধুর হাতে।
আর দুই সহস্রেক হস্তেত লইয়া
কহিবারে লাগিলেন্ত আর রাত্রিত গিয়া।
আমিত ফকির হই নাহি ঘরবাড়ি
কথাত রাখিব আমি কন্যা বিহা করি।
বাপ নাহি মাও নাহি নাহিক দোসর
ইষ্ট নাহি মিত্র নাহি হই একসর।
একাকি আমা হন্তে নাহি কোনজন
তোমার ঘরেত কর বিভার সাজন।
ঋণের কারণে আমি নিকলিতে নারি
[তেকারণে কন্যা সাজাইবা তোমা বাড়ি।
কালুকা বেহানে আমি দেখিব সুবদনী
তেলোয়াইর সপ্তদিন যদি গেল গঞিঃ।
ফকির যদি না আইল ঘরে পুনি....
মনে মনে সাধু তবে ভাবিতে লাগিল
ফকির কি মোহোর ঘর চিনিতে নারিল।]
ঋণের লাগিয়া যদি দিনে না বেড়াএ
তবে কেনে এথ ধন কোথা হন্তে পাএ।
ফিরিস্তার হাতে কিবা দেন্ত নিরঞ্জন
ফকিরের বেশে কিবা আইসন্ত নিরঞ্জন।
বুঝিতে না পারি আমি তাহার কারণ
লক্ষ লক্ষ দিল ধন কন্যার কারণ।
যে হৌক সে হৌক মোর যে করে বিধাতা
ফকিরক কন্যা দিমু নাহিক অন্যথা।
রাত্রি পোহাইয়া গেল প্রভাত বেহানে

সহস্রক তঙ্কা ভাঙ্গি নানা বস্তু কিনে।
খাসী ভেড়া ছাগল দুম্বা বহুতর
নানা উপহার দ্রব্য আনিলা বিস্তর।
কুক্কুট যে রাজহংস আনি বহুতর
নানা পক্ষীপশু সব আর কবুতর।
নানা মতে আনিয়াছে নানা বস্তুজাত
নানা পুষ্প আনিলেক ফুলপরী তাত।
যথ বস্তু আনিলেক কথ কিবা লেখা
নানা দ্রব্য আনিলেক নাহি লেখাজোখা
হেনমতে তেলোয়াই করে সাধুবরে
পান ফুল ফিরাওন্ত প্রতি ঘরে ঘরে।
পাত্রসব আমন্ত্রিল যথ সাধু সদাগর
বাল বৃদ্ধ যুবা যথ ডাকিলা সকল
কাজী মৌলানা আর যথ বড়াবড়ি
ফকির দরবেশ আর যথ নরনারী।
সবে বোলে সাধুর জামাই আছে কথা
সেসব শুনিয়া সাধু হেট করে মাথা।
সে সবেরে বোলে সাধু কি পুছ এখন
যেখনে আইসএ চলি দেখিবা সেখন।
তৈল চড়াওন্ত আসি যথ সখী ঠাঁই
হেনমতে সপ্তদিন করে তেলোয়াই।
তেলোয়াইর দিন গেলো ওহি দিন আর
কলসী ভরিয়া থুইল পূর্ণঘট দ্বার।
সেদিন বহিয়া গেল রাত্রির সমএ
জামাই অনুচর লই আসিল বোলএ।
মাথাএ যে কাল্র পাগ গলাএ শিকলি
কান্ধেত তুলিয়া লৈল ফাটা কাঁথা খানি।
হস্তে শোভে লাঠিগুটি কান্ধে শোভে ঝুটি
কটিবন্ধ আছে ভিড়িয়া কাঁকালিটি।
টেনিয়া [তেনা] পিন্ধন আর চাদরটি ফাটা
হাতে জপমালা শেখরে যোগ ফোটা।
পাত্রত পাদুকা দিয়া আইল ফকির
বরের আসনে তবে আইল মহাবীর।

সর্বজনে বোলে নহে ফকির লক্ষণ
মূরতি ধরিয়া কিবা আসে মহাজন।
সুবর্ণ চান্দোয়া দিল মশাল উত্তম
[নারীসব আসি চাহে বর অনুপম।]
নারী সবে দেখি হৈলা কামে অচেতন

১. কোন্ জনে

সাক্ষাতে দেখিলা যেন হরের নন্দন।
ধন্য ধন্য ফকির যে ধন্য বাপ মাও
ধন্য যে জীবন তার যে কন্যাএ পাও।
কাজীএ আসিয়া যদি পড়াইল নিকাহা
রাত্রি তিন প্রহরেক হইল জুলুয়া।
চারি দণ্ড থাকিতে গেলা আপনা বাসর
হেনমতে বিভা কৈলা নৃপতি ফকির।
আর দিন সাধু যদি আইলা সাধুর ঘরে
জামাইরে-বেটিরে দিলা টঙ্গির উপরে।
জামাই এক খাটে কন্যা অন্য পালঙ্কে যাএ
মধ্যে অন্তস্পট দিয়া শয়ন করএ।
একত্রে না ভুঞ্জে ভাত নিদ্রা নাহি যাএ
প্রতিরাত্রি কন্যা সনে শতরঞ্জি খেলএ।
কন্যা কাছে ফকির রাতে আসে আর যাএ
দিবসেত কন্যা তার[১] দেখা নাহি পাএ।
হেনকালে আবদুল নবীর পুত্র বিয়া
সর্বজনে ডাকিলেন্ত পান-ফুল দিয়া।
হেন কালে সাধু ঘরে লই পান ফুল
তোমা মিত্রে জানাইছে সালাম বহুল।
আপনি চলহ তুমি পত্নী সঙ্গে লৈয়া
যাইবা কন্যারে লই সঙ্গতি করিয়া।
সাধু বোলে আমি যাইব যেন তেন মতে
জামাই ঘরেত নাই কন্যা যাইব কেমতে।
এখনে যাইব আমি নারীর সহিতে
জামাই আজ্ঞা লই কন্যা যাইব পশ্চাতে।

২. যাইবা কি ন যাইবা কহ তত্ত্ব সার। ৩. যথা দাসাদেরে সবে তেল চড়ায় মুখে ৪. দুলিচাপি চাহি তুমি বসিবা সম্মুখে।

এ বুলিয়া সাধু তবে গেলেন্ত যে মেলাএ
সেদিন রাত্রিত ঘরে আইল জামাই।
ফকির আইল দেখি কন্যা হরষিত
পানফুল দিয়া কন্যা কহিল ত্বরিত।
আবদুল নবী সাধু পুত্রের হএ বিয়া
আমারে ডাকিছন্ত পানফুল দিয়া।
এথ শুনি ফকির যে হাসিয়া বিস্তর
যাইবারে ইচ্ছা কি বাস বিভার ঘর।[২]
কন্যা বোলে যদি তোমার হুকুম পাই
মোর মা-বাপ সঙ্গে বিভা ঘরে যাই।
ফকিরে বোলন্ত যদি মোর বোল ধর
সে বিভাএ ইচ্ছ যদি তবে যাইতে পার।
তোমার কি আজ্ঞা প্রভু বোলহ আমারে
যাইবারে ইচ্ছা মোর সে বিভার ঘরে।
ফকিরে বোলন্ত তবে শুনহ সুন্দরী
তোমার সমান আন ঊনচল্লিশ নারী।
তোমার সমান পরাইবা অলঙ্কার
পদাতি হৈয়া যাইবা সাধুর দুয়ার।
যেখানে তথা জামাইরে করে তেলোয়াই[৩]
সমুখে বসিবা গিয়া দুলিচা বিছাই।[৪]
এমত প্রকারে যদি যাইতে পার তুমি
তবে সে তোমারে আজ্ঞা দিতে পারি আমি।
কন্যা বোলে শুন প্রভু কহ অবেভার
পরপুরুষের বোল সমুখে বসিবার।
তবে সে ফকিরে বোলে যাইতে দিতে নারি
আপনার ঘরে সুখে থাকহ সুন্দরী।
যাইবারে ইচ্ছা অতি সে বিহা দেখিতে।
মনে মনে কন্যা তবে লাগিলা চিন্তিতে।
কন্যা তরে ফকিরে লাগিল কহিবার
তোমা আজ্ঞা বিনে প্রভু নারি যাইবার।
রাজা বোলে মোর আজ্ঞা শর্ত করি তুমি
তবে সে তোমারে এড়ি দিতে পারি আমি।
রাজার বচনে কন্যা কৈলা অঙ্গীকার

পুনরপি কন্যা তবে বোলে আর বার।
তোমার বচন পালি থাকিমু নিশ্চিতে
তোমা আজ্ঞা না হৈলে যাইমু কেমতে।
অলঙ্কার পরাইতে মোত মাল নাই
উনচল্লিশ অলঙ্কার আমি কথা পাই।
ফকিরে বোলন্ত অলঙ্কার দিব আমি
এহার কারণে চিন্তা না করিও তুমি।
এবুলিয়া রাজা গিয়া অলঙ্কার সহিতে
উনচল্লিশ দাসী আনিতে তুরিতে।
তবে কন্যা সনে রাজা আলাপ করিয়া
আপনার পুরীত রাজা গেলেন্ত চলিয়া।
উনচল্লিশ সখী তবে করিয়া সঙ্গেতে
রজনী গঞিয়া গেলে আসিলা প্রভাতে।
অলঙ্কার পরে কন্যা হরষিত মনে
রজনী গঞিয়া গেলে প্রত্যুষে বেহানে।
উনচল্লিশ নারী সঙ্গে সাজিল সুন্দরী
আপনে সাজিল কন্যা যেন বিদ্যাধরী।
পদাতি চলিয়া যাএ কন্যা বিভা বাড়ি
চারিদিকে সখীগণ মধ্যেত সুন্দরী।
সর্বজনে দেখিয়া বোলে হরি হরি
কোন কালে নাহি দেখি হেন রূপ নারী।
এ হেন সুরূপ কন্যা আছে যার ঘরে
সাফল্য জীবন তার সংসার ভিতরে।
হেনমতে কন্যা সাধুর যে ঘরে যাই
গেলেন্ত যেথা বিভার চড়াএ তেলোয়াই।
দেখিলেন্ত সবে মিলে বিভার করন্ত তেলোয়াই
সমুখে বসিলা কন্যা দুলিচা বিছাই।
কন্যার বদন দেখি সাধুর নন্দন
মুহুর্চ্ছিত হই পড়ে ভূমিতে তখন।
গোলাপের জলে যে কুমার হৈল শান্ত
আইমাও স্থানে পুছে কুমারীর বৃত্তান্ত।
আইমাও সব কথা বুলিলা বিস্তর
আবদুল করিম নামে আছে সাধুবর।

তোমার বাপের সাথে মিতালি তাহার
একদিন গেল তবে করিতে শিকার।
শর্ত করিল দোহ পুত্র-কন্যা বিহা দিবার।
সে কন্যা সহিতে তোমা বিবাহ দিবার।
হেনকালে হৈল তার বিধিবিমুখ
ডিঙ্গা ভাঙ্গি সাধুবর পাইল বহু দুখ।
আবদুল করিম আইল বিভার কথা লই
তোমা বাপে তারে গালি দিল ক্রুদ্ধ হই।
লজ্জাএ বিকল সাধু আইল তার ঘর
তেকারণে ফকিরেরে কন্যা দিল তার।
এথ শুনি হাতাশাএ হারাল বল
সাধুর সুত মুহুশ্চিত পড়ে ধরণী তল।
এসব চরিত্র তবে দেখিয়া কন্যাএ
অস্তে ব্যস্তে উঠিয়া ঘরে চলি যাএ।
[পিতাকে বোলে হৈল মুহূশ্চিত সাধুর নন্দন
কি কারণে হৈল তথা যাও তুরমান।
আবদুল করিম তথা গিয়া দেখএ]
ক্ষেণে ক্ষেণে সাধু সুত পড়ি মূর্ছা যাএ।
[ক্ষেণেক পাছার খাএ ক্ষেণেক অচেতন
কি হৈল কি হৈল করি পুছে সর্বজন।]
ফকিরেত শুনিয়া এসব বৃত্তান্ত
বহু সম্ভাষিয়া কুমারে করে শান্ত।
শান্ত হৈয়া কুমার গেল কাজীর দেওয়ানে
[ এ বিভা না হৈব সত্য জান মোর বচনে।
আজি বন্ধ রাখ বিভা শুন মহাশএ
যদি অন্যথা হএ তবে মরিমু নিশ্চএ।]
আবদুল করিম কন্যা মুই জামাই তাহার
[পূর্ব শর্ত ছিল এই ভাঙ্গিল পিতা মোর।]
দেশের কাজী এহার বিচার কর তুমি
পুরুষ বধ দিয়া মরি যাইমু আমি।
এ শুনিয়া কাজী তবে চমকিত হৈয়া
আবদুল নবীরে তবে কহিলা ডাকিয়া।
কাজী বোলে শুন সাধু কি বোলে কুমারে

এহার কারণ ভাঙ্গি কহত আমারে।
তা শুনিয়া সাধু তবে যথেক বৃত্তান্ত
কাজীরে কহিল পুনি আদি অন্ত।
কুমার সবির কাজী আর সাধুবর
এতিন চলিল আবদুল করিম ঘর।
দেখিয়া যে আবদুল করিম উঠিয়া তুরিতে
[রসিতে আসন দিল বিনয় সহিতে।]
তবে আবদুল নবী কহে করিয়া ভকতি
তবে মিত্র কহি শুন পূর্বের ভারতী।
তুমি আমি শর্ত কৈল পুত্র-কন্যা বিভা দিতে
সে শর্ত পূরণ করি আইলুঁ তোমা কহিতে।
শর্ত ভাঙ্গি কন্যা দিলা ফকিরের ঠাঁই
পণ্ডিত হইয়া শর্ত লঙ্ঘিলেক ভাই।
এথ শুনি আবদুল করিমে কহে
হেন শর্ত ভঙ্গ কেনে কহ মহাশএ।
ফকিরকে যুক্তি করি বহু ধন দিয়া
মোর কন্যাক ফকির করিল বিয়া।
তোমা পুত্র সনে বিভা দিবারে কাজ
স্তিরি বুদ্ধি ধরি গেলুঁ ছাড়ি মোর লাজ।
যেখনে কহিল গিয়া তোমা ঘরে গিয়া
বহুল ভর্শ্চিলা মোরে দুঃখিত হইয়া।
নৈরাশ হইয়া মুঞি আইলুঁ দুঃখ মন
যার যেই ফরমান কৈলা নিরঞ্জন।
তারে কেহ খণ্ডাইতে নারে কদাচন
যার কর্মে যে লিখিছে প্রভু নিরঞ্জন।
বহু কষ্ট করিয়া তা পাএ সর্বজন
বিনা দুঃখ নাহি পাএ বাঞ্ছিত ধন।
কর্মেত লিখিছে যেই সেই হএ সাঁচে
কদাচিত আর ফল না পাইবা পাছে।
পূর্বে তিনজন লাগি মুসা পয়গাম্বর
আল্লার হুজুরে গিয়া মাগিলেন্ত বর।
তিন জনে পাইতে বর হুকুমে আল্লার
এথ শুনি সে বৃত্তান্ত শুনিতে কাজীবর।

তবে কাজী পুছিলেন্ত শুন সাধুবর
কন মতে বর দিলা মুসা পয়গাম্বর।
এমত করিয়া যদি কাজীএ পুছএ
আবদুল করিম মনে দয়া উপজএ।
পূর্ব বৃত্তান্ত যথ শুনিয়া আছিল
আবদুল করিমে তবে কহিতে লাগিল।
সৈয়দ ইব্রাহিম পীর গুণের তপন
হীন মর্দানে কহে সাধুর বচন।

। চতুর্থ ও শেষ কিস্‌সা।

। রাগ : যমক ছন্দ।

পশ্চিম দিকেত আছে মিসিরা শহর
তথাত যে রাজা ছিল মুসা পয়গাম্বর।
একদিন পয়গাম্বর হুজুরেত যাইতে
তিনজন মহা দুঃখী দেখিলেক পথে।
অরণ্য নিকটে এক গর্তের ভিতর
এক বস্ত্র পরিধান দুই দিগম্বর।
এই আশ্চর্য দেখি মুসা পয়গাম্বর
করুণায় সদয় হই পুছিলা উত্তর।
কোন্ তুমি হও থাক গর্তের ভিতর
এক বস্ত্র পরিধান দুই দিগম্বর।
এথ শুনি দুইজন উঠিলা সত্বর
প্রণাম করিয়া কহে মুসার গোচর।
শুন প্রভু মহাশএ বচন আমার
মুঞি হেন দুঃখী নাহি সয়াল সংসার।
অহি দেখ পুত্র মোর আর স্তিরি জন
আমি হেন দুঃখী নাই এ তিন ভুবন।
না জানিএ কর্মে মোর কি আছে লেখন
এ তিনজনের যে একহি বসন।
একে যদি পিন্ধে বস্ত্র দুই দিগম্বর
লজ্জাএ থাকিএ আমি গর্তের ভিতর।
প্রতিনিতি হুজুরেত যাও পয়গাম্বর
জিজ্ঞাসা করিবা আপে প্রভুর গোচর।

যথ সৃজিয়াছে প্রভু সংসার স্থাপিয়া
সর্বজন ধনবন্ত মুঞি অভাগিয়া।
যথ সৃজিয়াছে প্রভু ধনের ঈশ্বর
মুঞি পাপিষ্ঠের কেনে দুঃখ বহুতর।
কেহ ধনরত্ন খাএ কেহএ বিলাএ
আমি পাপীষ্ঠের দেখ এক বস্ত্র গাএ।
সর্বজন মিত্র তান মুঞি শত্রু এক
হএ নহে বিমর্সিয়া চাহ পরতেক।
যদি কৃপা করে মোরে প্রভু নিরঞ্জন
তিনজনে পাই যেন বস্ত্র তিনখান।
এ আরজ করি আমি আল্লার হুজুরে
আপনে জানহ নবী কি কহিমু তোমারে।
এথ শুনি পয়গাম্বরে হরষিত হৈয়া
প্রভুর গোচরে তবে গেলেন্ত চলিয়া।
হুজুরে যাই নবী সজিদা করিয়া
প্রভুস্থানে কহে বহু ভকতি করিয়া।
অবধান কর প্রভু পরবর্দেগার
আলম সকল প্রভু সৃজন তোমার।
মহা দুঃখী বান্দা তব আছে তিন জন
আরজ করিছি প্রভু তোমার চরণ।
সকল বিদিত প্রভু কি কৈমু তোমারে
দিগম্বর হই থাকে গর্তের ভিতরে।
তিনজনে এক বস্ত্র করে পরিধান
এ তিনজনেরে তিন বস্ত্র কর দান।
এমত কহিলা যদি মহাপয়গাম্বর
ফরমান করিল তবে প্রভু নিরাকার।
যেই দিনে বীর্য পড়ে মায়ের উদরে
সেই দিন ফরমান লিখিএ তাহারে।
দুঃখ সুখ মৃত্যু আর হৈব যেকালে
সে সকল হৈব পৃথিবী মণ্ডলে।
এখনে তাহারে বোল আমি কি, করিব
আদ্যের লেখন তার কেমতে মিটিব।
এথ শুনি মুসা পয়গাম্বর মহাশএ

ভূমিত পড়িয়া বহু করিলা বিনএ।
তুমি ধনী তুমি কর্তা তুমি নিরঞ্জন
যেই কর সেই হএ এ তিন ভুবন।
সৃজিয়া সংসার তুমি করহ সংহার
সংহারিয়া সৃজন করহ পুনর্বার।
ললাটে লিখিয়াছে যে সব লিখন
তাহারে খণ্ডাইতে তুমি নিরঞ্জন।
আপনে তরাও তুমি বান্দা আপনার
মহা দুঃখ হন্তে প্রভূ করহ উদ্ধার।
এ বলি সজিদা পুনি করি বহুতর
ততক্ষণ ফরমান হইল আল্লার।
শুন মুসা কলিমুল্লাহ জানি বা পশ্চাতে
কর্মের লেখন কেহ না খণ্ডাইতে।
তোমার বচন আমি বৃথা না করিল
তৃতীয় দিবস আমি তিন বর দিল।
কহ গিয়া তার ঠাই তৃতীয় দিবসে
যেই বর মাগে সেই পাইব অবশেষে।
এসব শুনিয়া তবে মুসা পয়গাম্বর
কি আজ্ঞা করিলা প্রভূ কহ নবীবর।
হাসিয়া বোলন্ত তবে মুসা পয়গাম্বর
হুকুম করিছে তোরে ত্রিজগ ঈশ্বর।
তৃতীয় দিবসে তিনে গোসল করিয়া
তিনবর মাগ তুমি প্রভু উদ্দেশিয়া।
যে বর মাগিবা তুমি পাইবা সে বর
তুমি সবে বর মাগ আমি যাই ঘর।
এ বুলিয়া নবী গেল আপনার ঘরে
মন্ত্রণা করন্ত তিনে গর্তের ভিতরে।
আএ নারী পুত্র মোর শুনহ বচন
কি বর মাগিবা তুমি বোলহ এখন।
হাসিয়া বোলএ পুত্র শুন মোর বাপ
মহা দুঃখী হই তুমি পাইছ সন্তাপ।
এ কারণে তুমি বাপ আগে মাগ বর
কি বর মাগিবা বোল প্রভুর গোচর

এথ শুনি তার বাপে সন্তোষ হৃদএ
যে বর মাগিব আমি শুনহ তনএ।
শিশুকাল হোন্তে বিধি মোরে কৈল দুখী
একবস্ত্র পিন্ধি আমি গর্ত মধ্যে থাকি।
এ কারণে সুখ পুত্র পাইতে কারণ
আল্লা ঠাঁই মাগি হৈতে দেশের রাজন।
তবে পুত্র বোলে বাপ ভাল কৈলা তুমি
যেই বর মাগিবাম সেই কহি আমি।
বাপে যদি রাজ্য করে পুত্র যুবরাজ
এ কারণে রাজ্য' পরে নাহি মোর কাজ।
অস্ত্রে শাস্ত্রে মহাবল হৈতে বলিয়া
এই বর মাগি আমি প্রভু উদ্দেশিয়া।
তা শুনিয়া পুছিলেন্ত তার পত্নী ঠাঁই
বহুতর কান্দে নারী পতিমুখ চাই।
পতিএ পুছিল তুমি কি কারণে কান্দহ
সেসব বচন তুমি ভাঙ্গিয়া যে কহ।
তা শুনিয়া তার নারী কান্দিয়া কান্দিয়া
কহিতে লাগিলা তবে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া।
বর পাই হৈবা তুমি রাজ্য অধিকারী
আমা হৈতে পাইবা নারী পরম সুন্দরী।
পুরুষ ভ্রমর জাতি কি কহিব আর
যথাত বিকাশে পুষ্প করএ ঝঙ্কার।
এবে আমি বৃদ্ধ হৈল আরত কুরূপ
সে কালেত না চাহিব মুই নারী মুখ।
পরম সুন্দরী পাই আমা পাসরিবা
কদাচিৎ আমা প্রীতি মনে না রাখিবা।
তেকারণে প্রথমে যে আমি মাগি বর
এরূপ যৌবন মোর হইতে সুন্দর।
পশ্চাতে বরখানি মাগিবা যে তুমি
আজ্ঞা কর প্রভু বর আগে মাগি আমি।
এথ শুনি পতি তার বুলিল হাসিয়া
এহেন যে বুঝ কেনে স্ত্রী অভাগিয়া।
স্তিরির যে পতি গুরু পুত্র গুরু বাপ

হেন মতে আছে চারি কিতাবে প্রস্তাব।
পতির যে আগে কোন নারী কর্ম করে
হেন কোন্ কার্য বোল দেখিছ সংসারে।
পতিএ কহিল যদি এথেক ভর্ৎসিয়া
কহিতে লাগিলা নারী কান্দিয়া কান্দিয়া।
প্রথমে মাগিতে যদি আমি না পাই বর
মাথে ঘাত মারি মুঞি মরিমু সত্বর।
এ বুলিয়া তার নারী মর্মাহত হৈয়া
কান্দিবারে লাগিলেন্ত তবে বিনাইয়া।
তবে তার পুত্রে বলে শুন আএ বাপ
কি কারণে জননীরে দেও মনস্তাপ।
প্রথমে মাগিলে বর দোষ কিবা হৈব
যেইবর মাগে সে সেই বর পাইব।
প্রথমে আমার মাএ মাগউক বর
বাপে পুত্রে পশ্চাতে যে মাগিবাম বর।
পুত্রে যদি কহিলেক বাপ সম্বোধিয়া
তার বাপ রহিলেক নিশব্দ হৈয়া।
রজনী বহিয়া গেল হইল প্রভাত
সিনান করিয়া নারী বর মাগে তাত।
আএ প্রভু নিরঞ্জন করুণা সাগর
প্রসন্ন হইয়া প্রভু মোর দেও বর।
দ্বাদশ বৎসরের 'হয়ম' যুবতী
সুবর্ণের সম হৌক শরীর আকৃতি।
হেনকালে হইলেক আল্লার ফর্মান
হেনমত হৈল বিদ্যাধরীর সমান।
স্তিরি যদি পাইল বর হৈয়া হরষিত
সজিদা করিতে আল্লাএ হৈলা বিস্মৃত।
হেনকালে সে রাজ্যের পুত্র যুবরাজ
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্যের মাঝ।
যাইতে যাইতে সে দেখে গর্তের ভিতর
এক কন্যা বসি আছে পরম সুন্দর।
কন্যা দেখি কামবাণে নৃপতি নন্দন
পুছিতে লাগিলা তবে তুমি কোন্ জন।

হেন সমে কুমতি জাগিল নারীর অন্তর
কহিতে লাগিলা নারী করি নমস্কার।
দক্ষিণ দিকের আমি রাজার কুমারী
এই সবে আমাকে আনিছে চুরি করি।
না জানি এ সবে বর পাএ কি না পাএ
প্রথমে আমি করি আপনা উপাএ।
এথ ভাবি দুষ্ট নারী এমত বুলিলা
ক্রুদ্ধ হই তার পতি কহিতে লাগিলা।
শুন রাজা তুমি হও রাজ্য অধিকারী
এই পুত্র মোর দেখ এই দুষ্ট নারী।
তবে তার পুত্র বোলে শুন মহামতি
এই বাপ এই মাও কি কহিব অতি।
আল্লার হুকুমে আনি মুসা পয়গাম্বর
তিনজনে আনি দিল তিনখানি বর।
আজুকার বরে মাও রূপবতী হৈতে
কালুকা প্রভাতে বর মাগি বাপে পুতে।
মহাদুঃখে আছি আমি গর্তের ভিতর
আমারে না কর বল রাজার কুমার।
তবে তার মায়ে বোলে মিছা বোলে তারা
আমি হই রাজকন্যা তারা দুই চোরা।
মনেত ভাবএ তবে রাজার তনএ
রাজার কুমারী হএ মোর মনে লএ।
তার মাও তার নারী যদি সে হইত
এমন সুন্দরী সেহ কেমনে পাইত।
এক বৃদ্ধ এক যুব দেখি এক আর
সে কেনে হইব স্তিরি ও মাতা সবার।
স্বরূপেহ দুই চোর জানিল নিশ্চএ
এথ ভাবি কন্যা নিলা রাজার তনএ।
এথ দেখি তার পতি কান্দিল বিস্তর
এথ দুঃখ দিলা প্রভু কিসের অন্তর।
[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত পুথির পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ২৩৮ এখানেই খণ্ডিত।]
মুসার প্রসাদে আমি পাইয়াছি বর
হেনকালে স্তিরি সনে হৈল অথান্তর।

অসময় কালেত ছিল স্বামীর সঙ্গতি
সুসময় কালেত গেল এড়ি নিজপতি।
দুষ্টমতি নারীজাতি মোরে কৈল আন
মুঞি বর মাগি তার সাধিমু সমান।
সেদিন বহিয়া গেল হৈল আর দিন
সিনান করিয়া মাগে সেই ক্ষণ।
মোরে এড়ি গেল নারী মনে দিয়া দুখ
তেকারণে হৌক নারী শূকরের মুখ।
গাও তার পূর্ব মত থাউক তেমত
মুখ মেঘবর্ণ হৌক শূকরের মত।
ততক্ষণে ফরমান হইল আল্লার
সে নারীর মুখ হৈল শূকর আকার।
সে রাত্রি কুমার গেলা সে নারীর পাশ
শূকরের মুখ দেখি হইলা তরাস।
কিবা ভূত কিবা প্রেত রাক্ষস কুমারী
কেমতে হইল হেন চিনিতে না পারি।
দূর করি সে নারীরে খেদাইয়া দিল
পুনি সেই নারী চলি গর্তেত আইল।
দেখিয়া যে দুইজন বাপে আর পুতে
লাথি মারিয়া তবে লাগিল কহিতে।
কহরে অভাগী নারী কেনে কৈলা পাপ
অপকর্ম করিছিলি মনেত সন্তাপ।
দূর হও দুষ্টা নারী না আসিও এথা
যথা হোন্তে আসিয়াছ চলি যাও তথা।
তবে তার পুত্র মনে লাগিল চিন্তিতে
ভাল বর কালি আমি মাগিব কেমতে।
দেখিতে কুশ্চিত হৈল মায়ের আকার
সর্বলোকে হাসিবেক কুলের খাঁখার।
কোনমতে সভা মাঝে দেখাইব মুখ
পুত্র ভাল মায়ের যে শূকরের মুখ।
যদি আমি বর মাগি রাজা হইবারে
শূকরের পুত্র রাজা বুলিব আমারে।
এই মতে ভাবি আর দিনে তার সুতে

সিনান করিয়া বর লাগিলা মাগিতে।
পূর্বে যেই মত ছিল সেই মত সার
সেই বর দেও মোরে প্রভু করতার।
ততক্ষণে ফরমান কৈলা নিরঞ্জন
পূর্বে যেমত ছিল হইল তিন জন।
মায়ের ঘুচিল তবে কুশ্চিত আকার
এক বস্ত্র পরি তিনে থাকে আর বার।

## উপসংহার

এহার কারণে আমি বুলিএ তোমারে
কর্মের লেখন কেহ নারে খণ্ডিবারে।
যেখনে বুলিল আমি তোমা ঘরে গিয়া
তখনে ভশ্চিলা মোরে ক্রুদ্ধ মুখ হৈয়া।
একের নারীরে বোল আনে দিতে বিয়া
এখনে আসিছ কাজী সঙ্গতি করিয়া।
কন শাস্ত্রে পাইয়াছ এমন আচার
সভা মধ্যে বোল তুমি হেন অভেবার।
সৈয়দ ইব্রাহিম পীর গুণের নাহি সীমা
হীন মর্দানে কহে সাধুর উপমা।

। খর্বছন্দ।

আবদুল করিমে যদি এমত কহিল
তবে সেই রাজা [ফকির] তানে কহিতে লাগিল।
একজন টেটনাএ আর জনে চোরি
যার বিদ্যা বড় হএ আমি তার নারী।
মোর বিদ্যা বড় জান বোলে টেটনাএ
আমার যে প্রাণেশ্বরী জানিও সদাএ।
মোর বিদ্যা বড় হেন দর্পে বোলে চোর
আমার দুর্লভ নারী চলি যাও ঘর।
টেটনে বোলে ভাই কহি কিবা ফল
কার বিদ্যা বড় হএ পরীক্ষিতে চল।
মোর বিদ্যা বড় কিবা তোর বিদ্যা বড়
দুই বিদ্যা পরীক্ষিতে চল যাই দূর।
হেনমতে দুই জন যাএ রাজপথে

সেই পথে দেখা হৈল সদাগর সাথে।
পঞ্চশত তঙ্কা সাধু আঞ্চলে বান্ধিয়া
খেলিবারে যাএ সাধু পন্থেত চলিয়া।
তঙ্কা দেখি তার পাছে চলিল বর্বর
এক ফোঁড় মারিলেক পুটলি উপর।
ফাটিয়া পড়িল তঙ্কা ভূমির উপর
মোর তঙ্কা বুলিয়া ধরিল বর্বর।
সাধু বোলে তঙ্কাএ ওই মারিলেক ফোঁড়
সংসারেত নাহি দেখি এমত ধাউড়।
এ বুলিয়া কাড়াকাড়ি করে দুইজন
গাঠি হোন্তে পঞ্চ তঙ্কা মিলাইল টেটন।
ধন শোকে সাধু তবে হইল বিমন
কেহ না দেখিল তঙ্কা দিলেক টেটন।
হেনকালে সেই পন্থে যাএ কোতোয়াল
সে দুইয়ের স্থানে তবে পুছে কোতোয়াল।
সাধু বুলিল তবে শুন কহি কথা
পঞ্চশত তঙ্কা মোর পড়িলেক হেথা।
এই যে টেটন বেটা মারিলেক ফোঁড়
ভূমিত পড়িয়া আছে দেখহ ঠাকুর।
টেটনাএ বোলে ঠাকুর মিছা কহে বাণী
পঞ্চশত পঞ্চ তঙ্কা দেখ আছে গণি।
বহুদূর যাই আমি হই একসর
খসিয়া পড়িল তঙ্কা ভূমির উপর।
এথ শুনি কোতোয়াল গণিয়া চাহিল
টেটনার বচন সে সত্য হেন পাইল।
পঞ্চশত পঞ্চ' ধিক গুণিয়া পাইল।
পঞ্চশত তঙ্কা লই টেটনা চলিল।
সাধুরে সকল লোকে গঞ্জিতে লাগিল
লাজ পাই সাধু তবে ঘরে চলি গেল।
টেটনের কর্ম যথ চোরাএ দেখিল
কথদূর যাই তবে টেটনে বুলিল।
মোর বিদ্যা গুণ যথ দেখিল আপনে
লীলাএ পাইলুঁ ধন জিনিলুঁ বচনে।

চোরা বলে এই ছার বিদ্যা কোন্ ফল
মোর বিদ্যা বড় হএ পরীক্ষিতে চল।
টেটনাক সঙ্গ করি চলিল চোরাএ
নৃপতির দ্বারে গেলা সন্ধ্যার সমএ।
নিশা ভাগ হৈল যদি নহবত পিটিল
অন্তরে থাকিয়া চোরা মন্ত্রণা পড়িল।
জপিল কালিকাচণ্ডী মন্ত্রণা করিয়া
মুর্চ্ছিত হৈল সব নিদ্রাএ পড়িয়া।
হস্তী ঘোড়া পাইক প্রহরী যথজন
যুবক বালক নারী হৈল অচেতন।
আর এক মন্ত্র চোরে জপিল সেক্ষণে
কপাট হুড়ুকা সব খসিল আপনে।
প্রবেশিল চোরা তবে নৃপতির ঘরে
বিদ্যা পরীক্ষিতে আর চোরে ধাউড়ে।
যদি চোর-ধাউড় গেল নৃপতির গোচর
নিদ্রাএ অচেতন রাজা শয্যার উপর।
নৃপতি নিকটে যথ আছএ প্রহর
তান গৃহে চারি ভিতে ভ্রমে নিরন্তর।
নৃপতির নিকটেত যথেক আছিল
সেই খোজা সকলেরে মন্ত্রণা করিল।
শিয়রে প্রহরী ছিল যথ পাইক গণ
পৈথানে তাহারে নিয়া রাখিলা তখন।
দিবাকালে কোন জনে দেখা নাহি পাএ।

[ খণ্ডিত ।]